একবিংশতি অধ্যায়

মনু-কর্দম সংবাদ

শ্লোক ১

বিদুর উবাচ

স্বায়ম্ভুবস্য চ মনোর্বংশঃ পরমসম্মতঃ ।
কথ্যতাং ভগবন্ যত্র মৈথুনেনৈধিরে প্রজাঃ ॥ ১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **স্বায়ম্ভুবস্য**—স্বায়ম্ভুবের; **চ**—এবং; **মনোঃ**—মনুর; **বংশঃ**—বংশ; **পরম**—সর্বাধিক; **সম্মতঃ**—আদৃত; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **ভগবন্**—হে পূজ্য ঋষি; **যত্র**—যাতে; **মৈথুনেন**—মিথুন ধর্মের দ্বারা; **এধিরে**—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে; **প্রজাঃ**—সন্ততি।

অনুবাদ

বিদুর বললেন, হে পূজ্য ঋষি, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ অত্যন্ত সম্মানযুক্ত। এই বংশে মিথুন-ধর্মের দ্বারা যেভাবে প্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

সু-সন্তান উৎপাদনের জন্য যে নিয়ন্ত্রিত যৌন জীবন তা গ্রহণীয়। প্রকৃত পক্ষে বিদুর যৌন জীবনে লিপ্ত ব্যক্তিদের ইতিহাস শুনতে চাননি, পক্ষান্তরে তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন, কেননা এই বংশে বহু ভগবদ্ভক্ত নৃপতির আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে প্রজা পালন করেছিলেন। তাই, তাঁদের কার্যকলাপের ইতিহাস শুনে মানুষ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে *পরমসম্মত*—এই মহত্ত্বপূর্ণ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিরা মহাজন কর্তৃক সম্মত ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আদর্শ সন্তান উৎপাদনের জন্য যৌন জীবন সমস্ত ঋষি এবং বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্ববেত্তা মহাজনগণ কর্তৃক স্বীকৃত।

শ্লোক ২

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য বৈ ।
যথাধর্মং জুগুপতুঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ॥ ২ ॥

প্রিয়ব্রত—মহারাজ প্রিয়ব্রত; **উত্তানপাদৌ**—এবং মহারাজ উত্তানপাদ; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **স্বায়ম্ভুবস্য**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **বৈ**—যথার্থই; **যথা**—যেভাবে; **ধর্মম্**—ধর্মীয় অনুশাসন; **জুগুপতুঃ**—শাসন করেছিলেন; **সপ্ত-দ্বীপ-বতীম্**—সপ্ত-দ্বীপ-সমন্বিত; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই মহান পুত্র—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সপ্ত-দ্বীপবতী পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন খণ্ডের মহান রাজাদের ইতিহাসও। এই শ্লোকে স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা সাতটি দ্বীপে বিভক্ত এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন। এই সাতটি দ্বীপ এখনও বর্তমান, যথা—এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। যদিও *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভারতের সমস্ত রাজাদের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি, তবুও প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, শ্রীরামচন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহান রাজাদের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কেননা এই প্রকার পুণ্যবান রাজাদের কার্যকলাপ শ্রবণযোগ্য, এবং তাঁদের ইতিহাস পাঠ করে মানুষ লাভবান হতে পারে।

শ্লোক ৩

তস্য বৈ দুহিতা ব্রহ্মন্দেবহূতীতি বিশ্রুতা ।
পত্নী প্রজাপতেরুক্তা কর্দমস্য ত্বয়ানঘ ॥ ৩ ॥

তস্য—সেই মনুর; **বৈ**—বস্তুতই; **দুহিতা**—কন্যা; **ব্রহ্মন্**—হে পবিত্র ব্রাহ্মণ; **দেবহূতি**—দেবহূতি নামক; **ইতি**—এইভাবে; **বিশ্রুতা**—প্রসিদ্ধ ছিলেন; **পত্নী**—পত্নী; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **উক্তা**—বলা হয়েছে; **কর্দমস্য**—কর্দম মুনির; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

হে পবিত্র ব্রাহ্মণ! হে নিষ্পাপ! আপনি দেবহূতি নামক তাঁর কন্যার বিষয় বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন প্রজাপতি কর্দমের পত্নী।

তাৎপর্য

এখানে স্বায়ম্ভুব মনুর কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* আমরা বৈবস্বত মনুর সম্বন্ধে শুনেছি। বর্তমান যুগটি বৈবস্বত মনুর যুগ। স্বায়ম্ভুব মনু পূর্বে পৃথিবী শাসন করেছিলেন, এবং তাঁর ইতিহাস বরাহ কল্প থেকে বা যখন ভগবান শ্রীবরাহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন থেকে শুরু হয়। ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়, এবং প্রতিটি মনুর জীবদ্দশায় কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত বৈবস্বত মনু স্বায়ম্ভুব মনু থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৪

তস্যাং স বৈ মহাযোগী যুক্তায়াং যোগলক্ষণৈঃ ।
সসর্জ কতিধা বীর্যং তন্মে শুশ্রূষবে বদ ॥ ৪ ॥

তস্যাম্—তার মধ্যে; **সঃ**—কর্দম মুনি; **বৈ**—প্রকৃত পক্ষে; **মহা-যোগী**—পরম যোগী; **যুক্তায়াম্**—সমন্বিত; **যোগ-লক্ষণৈঃ**—যোগ-সিদ্ধির আট প্রকার লক্ষণ-সমন্বিত; **সসর্জ**—উৎপাদন করেছিলেন; **কতিধা**—কত বার; **বীর্যম্**—সন্তোষ; **তৎ**—সেই বর্ণনা; **মে**—আমাকে; **শুশ্রূষবে**—শুনতে আগ্রহী; **বদ**—বলুন।

অনুবাদ

সেই মহা যোগী যোগের অষ্ট সিদ্ধি সমন্বিতা রাজকন্যার মাধ্যমে কত সন্তান উৎপাদন করেছিলেন? শ্রবণেচ্ছু আমাকে দয়া করে আপনি তা বলুন।

তাৎপর্য

এখানে বিদুর কর্দম মুনি, তাঁর পত্নী দেবহূতি এবং তাঁদের সন্তানদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেবহূতিও অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধনে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। অষ্টাঙ্গ-যোগের আটটি অঙ্গ হচ্ছে— (১) যম বা ইন্দ্রিয় সংযম, (২) নিয়ম বা নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্র-বিধি অনুশীলন, (৩) আসন বা বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গির অভ্যাস (৪) প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, (৫) প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার, (৬) ধ্যান বা মনের একাগ্রতা,

(৭) ধারণা বা মনোনিবেশ এবং (৮) সমাধি বা আত্ম উপলব্ধি। সমাধির পর আটটি পূর্ণ অবস্থা রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় যোগ-সিদ্ধি। পতি এবং পত্নী, কর্দম এবং দেবহূতি, উভয়েই যোগ অনুশীলনে পারদর্শী ছিলেন। পতি ছিলেন *মহা-যোগী* এবং পত্নী ছিলেন *যোগলক্ষণ* বা যোগ-সিদ্ধির লক্ষণ সমন্বিতা। তাঁরা যুক্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। পূর্বে, মহর্ষি এবং মহাত্মাগণ জীবনের সিদ্ধি লাভের পর, সন্তান উৎপাদন করতেন, তা ছাড়া তাঁরা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করতেন। আত্ম উপলব্ধি এবং যোগের সিদ্ধি লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা পরম আবশ্যক। নিজের, খেয়াল-খুশি মতো ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে কোন প্রতারককে ধন-সম্পদ দান করার মাধ্যমে মহা যোগী হওয়ার কথা বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও বর্ণনা করা হয়নি।

শ্লোক ৫

রুচির্যো ভগবান্ ব্রহ্মন্দক্ষো বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
যথা সসর্জ ভূতানি লব্ধা ভার্যাং চ মানবীম্ ॥ ৫ ॥

রুচিঃ—রুচি; **যঃ**—যিনি; **ভগবান্**—পূজনীয়; **ব্রহ্মন্**—হে পবিত্র ঋষি; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **বা**—এবং; **ব্রহ্মণঃ**—শ্রীব্রহ্মার; **সুতঃ**—পুত্র; **যথা**—কিভাবে; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ভূতানি**—সন্তান-সন্ততি; **লব্ধা**—লাভ করার পর; **ভার্যাম্**—তাঁদের পত্নীরূপে; **চ**—এবং; **মানবীম্**—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাগণ।

অনুবাদ

হে পবিত্র ঋষি! কৃপা করে আমাকে বলুন ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ এবং রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর অন্য দুই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়ে কিভাবে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির আদিতে যে-সমস্ত মহা পুরুষেরা প্রজা বৃদ্ধি করেছিলেন তাদের বলা হয় প্রজাপতি। ব্রহ্মাও তাঁর কয়েকজন পুত্রের মতো প্রজাপতি নামে পরিচিত। স্বায়ম্ভুব মনুও ব্রহ্মার আর এক পুত্র দক্ষের মতো প্রজাপতি নামে পরিচিত। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই কন্যা হচ্ছেন আকূতি এবং প্রসূতি। প্রজাপতি রুচি আকূতিকে বিবাহ করেন এবং দক্ষ প্রসূতিকে বিবাহ করেন। এই দুই দম্পতি এবং তাঁদের সন্তানেরা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করার জন্য অসংখ্য প্রজা সৃষ্টি করেন। বিদুরের প্রশ্ন ছিল, "সৃষ্টির আদিতে কিভাবে তাঁরা প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন?"

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলেছিলেন; **প্রজাঃ**—সন্তান; **সৃজ**—উৎপন্ন কর; **ইতি**—এইভাবে; **ভগবান**—পূজনীয়; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **ব্রহ্মণা**—শ্রীব্রহ্মার দ্বারা; **উদিতঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীর তীরে; **তপঃ**—তপস্যা; **তেপে**—অনুশীলন করেছিলেন; **সহস্রাণাম্**—বহু সহস্র; **সমাঃ**—বৎসর; **দশ**—দশ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিয়েছিলেন—প্রজা সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, পরম পূজ্য কর্দম মুনি দশ হাজার বছর ধরে সরস্বতী নদীর তীরে তপস্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, কর্দম মুনি সিদ্ধি লাভের পূর্বে দশ হাজার বছর ধরে যোগ অনুশীলন করেছিলেন। তেমনই আমাদের জানা আছে যে, বাল্মীকি মুনিও সিদ্ধি লাভের পূর্বে ষাট হাজার বছর ধরে ধ্যান-যোগ অনুশীলন করেছিলেন। অতএব, যাঁদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, প্রায় এক লক্ষ বছর, তাঁরাই কেবল সার্থকভাবে যোগ অনুশীলন করে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। তা না হলে প্রকৃত সিদ্ধি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। নিয়ম পালন করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা এবং কয়েকটি আসন অভ্যাস করার যে প্রচেষ্টা, তা কেবল যোগ অভ্যাসের প্রাথমিক স্তর। কতগুলি ভণ্ড যোগী আজকাল প্রচার করছে যে, পনের মিনিট ধ্যান করার মাধ্যমেই কেবল সিদ্ধি লাভ করে ভগবান হওয়া সম্ভব। তাদের এই অপপ্রচারে মানুষ যে কি করে আকৃষ্ট হয়, তা আমরা বুঝতে পারি না। এই যুগ (কলি যুগ) হচ্ছে প্রতারণা এবং কলহের যুগ। প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার ঠুনকো প্রস্তাবে যোগ-সিদ্ধি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। জোর দেওয়ার জন্য বৈদিক শাস্ত্রে, স্পষ্টভাবে তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে, *কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব*—এই কলি যুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।

শ্লোক ৭

ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দমঃ ।
সম্প্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তার পর, সেই তপস্যায়; **সমাধি-যুক্তেন**—সমাধিস্থ অবস্থায়; **ক্রিয়া-যোগেন**—ভক্তিযোগের আরাধনার দ্বারা; **কর্দমঃ**—মহর্ষি কর্দম; **সম্প্রপেদে**—সেবা করেছিলেন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে ; **প্রপন্ন**—শরণাগত জীবেদের; **বরদাশুষম্**—সমস্ত বর প্রদাতা।

অনুবাদ

মহর্ষি কর্দম সমাধিস্থ হয়ে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে সেই তপশ্চর্যা অনুশীলন করার সময়, শরণাগতদের সমস্ত বর আশু প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্যান করার উদ্দেশ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কর্দম মুনি দশ হাজার বছর ধরে ধ্যান-যোগের অনুশীলন করেছিলেন, কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের জন্য। তাই, কেউ যোগ অনুশীলন করুন অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের অনুশীলন করুন, তাদের সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি সমন্বিত হওয়া কর্তব্য। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কোন কিছুই পূর্ণ হতে পারে না। সিদ্ধি এবং আত্ম উপলব্ধির লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ, তিনিই হচ্ছেন সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাঁর শরণাগত ভক্তদের সমস্ত বাসনাও পূর্ণ করেন। যথার্থ সিদ্ধি লাভ করার জন্য কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপ হচ্ছে সরাসরি পন্থা, এবং অন্যান্য সমস্ত পন্থা যদিও বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে, কিন্তু সেইগুলি পরোক্ষ। এই কলি যুগের মানুষেরা যেহেতু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন, দরিদ্র, এবং নানা রকম দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, তাই সরাসরি পন্থাটি পরোক্ষ পন্থা থেকে বিশেষভাবে অধিক কার্যকর। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব শ্রেষ্ঠ উপহার দান করে গেছেন—এই কলি যুগে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতে হবে।

সম্প্রপেদে হরিম্ কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্দম মুনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তিকে *ক্রিয়াযোগেন* শব্দের দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়েছে। কর্দম মুনি কেবল ধ্যানই করেননি, তিনি ভক্তিমূলক সেবাতেও যুক্ত ছিলেন। যোগ অনুশীলন বা ধ্যানে সিদ্ধি লাভের জন্য অবশ্যই শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি ভগবদ্ভক্তির অঙ্গগুলির অনুশীলন করতে হয়। স্মরণও হচ্ছে ধ্যান। কিন্তু কাকে স্মরণ করতে হবে? স্মরণ করতে হবে পরমেশ্বর ভগবানকে। কেবল ভগবানকে স্মরণ করাই নয়, তাঁর কার্যকলাপের কথা অবশ্যই শ্রবণ করতে হবে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করতে হবে। এই সমস্ত তত্ত্ব প্রামাণিক শাস্ত্রে রয়েছে। দশ হাজার বছর ধরে বিভিন্ন প্রকার ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদনের পর, কর্দম মুনি ধ্যানের সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা এই কলি যুগে সম্ভব নয়, কেননা এই যুগে মানুষের পক্ষে একশ বছর বাঁচাও দুষ্কর। বর্তমান সময়ে, যোগের বিভিন্ন বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন করে সিদ্ধি লাভ করা কার পক্ষে সম্ভব? অধিকন্তু, সিদ্ধি তাঁরাই লাভ করতে পারেন, যাঁরা হচ্ছেন শরণাগত আত্মা। যেখানে ভগবানের কোন উল্লেখ নেই, সেখানে শরণাগতি কিভাবে সম্ভব? আর যদি পরমেশ্বর ভগবানেরই ধ্যান না করা হয়, তা হলে যোগ অনুশীলনের সম্ভাবনা কোথায়? দুর্ভাগ্যবশত, এই যুগের মানুষেরা, বিশেষ করে যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, তারা প্রতারিত হতে চায়। তাই পরমেশ্বর ভগবান তাদের সেই বাসনা পূর্ণ করার জন্য বড় বড় প্রতারকদের প্রেরণ করেন, যারা যোগের নামে তাদের বিপথে পরিচালিত করে, তাদের জীবন ব্যর্থ করে তাদের সর্বনাশ করে। তাই *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ পরিচ্ছেদের সপ্তদশ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহঙ্কারে মত্ত দুষ্কৃতকারীরা অবৈধভাবে সঞ্চিত ধনের গর্বে গর্বিত হয়ে, প্রামাণিক শাস্ত্রের অনুসরণ না করে যোগের অনুশীলন করে। তারা প্রতারিত হতে অভিলাষী নিরীহ মানুষদের থেকে চুরি করা ধনের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত।

শ্লোক ৮

তাবৎপ্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে ।
দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ ॥ ৮ ॥

তাবৎ—তখন; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুষ্কর-অক্ষঃ**—পদ্ম-সদৃশ নয়ন; **কৃতে যুগে**—সত্য যুগে ; **দর্শয়াম্ আসঃ**—দেখিয়েছিলেন; **তম্**—কর্দম মুনিকে; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **শাব্দম্**—যা কেবল বেদের মাধ্যমেই জানা যায়; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **দধৎ**—প্রদর্শন করে; **বপুঃ**—তাঁর দিব্য শরীর।

অনুবাদ

তখন সত্য যুগে, পদ্মলোচন পরমেশ্বর ভগবান কর্দম মুনির প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যা কেবল বেদের মাধ্যমেই জানা যায়।

তাৎপর্য

এখানে দুইটি বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি হচ্ছে যে, কর্দম মুনি সত্য যুগের শুরুতে যখন মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর, তখন যোগ-সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কর্দম মুনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁর কাছে তাঁর রূপ প্রকাশ করেছিলেন, যা কোন রকম কাল্পনিক নয়। কখনও কখনও নির্বিশেষবাদীরা পরামর্শ দেয় যে, মানুষ তার কল্পনা অনুসারে অথবা যে রূপ তার ভাল লাগে, সেই অনুসারে কোন রূপের ধ্যান করতে পারে। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান কর্দম মুনিকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন, তা বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। *শাব্দং ব্রহ্ম*—ভগবানের রূপ বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্দম মুনি ভগবানের কোন কাল্পনিক রূপ সৃষ্টি করেননি, যে কথা পাষণ্ডীরা ঘোষণা করে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

স তং বিরজমর্কাভং সিতপদ্মোৎপলস্রজম্ ।
স্নিগ্ধনীলালকব্রাতবক্ত্রাব্জং বিরজোঽম্বরম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—কর্দম মুনি; **তম্**—তাঁকে; **বিরজম্**—নিষ্কলুষ; **অর্ক-আভম্**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল; **সিত**—শ্বেত; **পদ্ম**—কমল; **উৎপল**—কুমুদ; **স্রজম্**—মালা; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **নীল**—গাঢ় নীল; **অলক**—কেশগুচ্ছ; **ব্রাত**—প্রচুর; **বক্ত্র**—মুখ; **অব্জম্**—পদ্ম-সদৃশ; **বিরজঃ**—নির্মল; **অম্বরম্**—বস্ত্র।

অনুবাদ

কর্দম মুনি জড় কলুষ-রহিত, সূর্যের মতো উজ্জ্বল শ্বেত পদ্ম এবং কুমুদ মালায় বিভূষিত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেছিলেন। ভগবানের পরনে ছিল নির্মল পীত বসন, এবং তাঁর পদ্ম-সদৃশ সুন্দর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কাল কেশদামের দ্বারা সুশোভিত ছিল।

শ্লোক ১০

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

কিরীটিনম্—মুকুটের দ্বারা শোভিত ; **কুণ্ডলিনম্**—কর্ণ-কুণ্ডলমণ্ডিত; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **ধরম্**—ধারণকারী; **শ্বেত**—শুভ্র; **উৎপল**—কুমুদ; **ক্রীড়নকম্**—খেলনা; **মনঃ**—হৃদয়; **স্পর্শ**—স্পর্শকারী; **স্মিত**—হাস্যোজ্জ্বল; **ঈক্ষণম্**—দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

তিনি কিরীট এবং কর্ণ-কুণ্ডলে শোভিত, তাঁর তিন হাতে শঙ্খ, চক্র এবং গদা বিরাজমান এবং চতুর্থ হস্তে শ্বেত উৎপলরূপ ক্রীড়নক শোভমান। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি সমস্ত ভক্তের হৃদয় হরণ করে।

শ্লোক ১১

বিন্যস্তচরণাম্ভোজমংসদেশে গরুত্মতঃ ।
দৃষ্ট্বা খেঽবস্থিতং বক্ষঃশ্রিয়ং কৌস্তুভকন্ধরম্ ॥ ১১ ॥

বিন্যস্ত—স্থাপিত হয়েছে; **চরণ-অম্ভোজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **অংস-দেশে**—স্কন্ধদেশে; **গরুত্মতঃ**—গরুড়ের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **খে**—আকাশে; **অবস্থিতম্**—দণ্ডায়মান; **বক্ষ**—তাঁর বক্ষে; **শ্রিয়ম্**—শ্রীবৎস চিহ্ন; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **কন্ধরম্**—গলা।

অনুবাদ

তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ মণি, এবং তিনি গরুড়ের স্কন্ধে তাঁর চরণদ্বয় স্থাপন করে আকাশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

তাৎপর্য

নবম থেকে একাদশ শ্লোকে ভগবানের চিন্ময় নিত্য রূপের যে বর্ণনা, তা প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা বলে বুঝতে হবে। এই বর্ণনা অবশ্যই কর্দম মুনির কল্পনা নয়। ভগবানের অলঙ্করণ জড় ধারণার অতীত, যে-কথা শঙ্করাচার্যের মতো নির্বিশেষবাদীও স্বীকার করেছেন—জড় সৃষ্টির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের

কোন সম্পর্ক নেই। ভগবানের চিন্ময় বৈচিত্র্য, তাঁর দেহ, তাঁর রূপ, তাঁর বসন, তাঁর নির্দেশ, তাঁর বাণী—জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, তা সবই বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। যোগ অনুশীলনের দ্বারা কর্দম মুনি পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর স্বরূপে দর্শন করেছিলেন। দশ হাজার বছর ধরে যোগ অনুশীলন করার পর, ভগবানের কোন কাল্পনিক রূপ দর্শন করার কোন অর্থ হয় না। তাই যোগ-সিদ্ধির চরম পরিণতি শূন্য বা নির্বিশেষ নয়; পক্ষান্তরে, যোগের সিদ্ধি তখনই লাভ হয়, যখন বাস্তবিকভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করা যায়। কৃষ্ণভাবনার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করা। প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর ধাম চিন্তামণির দ্বারা রচিত, এবং ভগবান সেখানে শত-সহস্র গোপীগণ দ্বারা সেবিত হয়ে, একজন গোপ-বালক রূপে তাঁর লীলা-বিলাস করেন। এই বর্ণনা প্রামাণিক, এবং কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্যক্তি তা প্রত্যক্ষরূপে গ্রহণ করেন, সেই অনুসারে কার্য করেন, সেই বাণী প্রচার করেন এবং প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন।

শ্লোক ১২

জাতহর্ষোঽপতন্মূর্ধ্না ক্ষিতৌ লব্ধমনোরথঃ ।
গীর্ভিস্ত্বভ্যগৃণাৎপ্রীতিস্বভাবাত্মা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২ ॥

জাত-হর্ষঃ—স্বাভাবিকভাবে আনন্দিত; **অপতৎ**—তিনি পতিত হয়েছিলেন; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তক সহ; **ক্ষিতৌ**—মাটিতে; **লব্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **মনঃ-রথঃ**—তাঁর মনোবাসনা; **গীর্ভিঃ**—প্রার্থনা সহকারে; **তু**—এবং; **অভ্যগৃণাৎ**—তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; **প্রীতি-স্বভাব-আত্মা**—যার হৃদয় স্বাভাবিকভাবে সর্বদা প্রেমে পূর্ণ; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—যুক্ত করে।

অনুবাদ

কর্দম মুনি যখন সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর দিব্য মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মস্তক অবনত করে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়ে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ ছিল, এবং তিনি কৃতাঞ্জলিপূর্বক ভগবানের স্তব করে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করা যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যোগ-সাধনার বর্ণনা করে সব শেষে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপের উপলব্ধি হচ্ছে যোগের সিদ্ধি। আসন তথা অন্যান্য পন্থা অভ্যাস করার পর, অবশেষে সমাধির স্তর লাভ হয়। এই সমাধির স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক রূপ পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়, অথবা তাঁর যথাযথ রূপের দর্শন হয়। *পতঞ্জলি-সূত্র* আদি যোগের প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহে সমাধির বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা হচ্ছে দিব্য আনন্দ। পতঞ্জলির *যোগ-সূত্র* প্রামাণিক, আর আধুনিক যুগের তথাকথিত যোগীরা মহাজনদের নির্দেশ আলোচনা না করে, তাদের মনগড়া যে-সমস্ত পন্থা সৃষ্টি করছে, সেইগুলি হাস্যকর। পতঞ্জলির যোগের পন্থাকে বলা হয় অষ্টাঙ্গ-যোগ। কখনও কখনও নির্বিশেষবাদীরা পতঞ্জলির যোগের পন্থাকে কলুষিত করে, কেননা তারা হচ্ছে অদ্বৈতবাদী। পতঞ্জলি বর্ণনা করেছেন যে, আত্মা যখন পরমাত্মাকে দর্শন করে, তখন সে দিব্য আনন্দ অনুভব করে। যদি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তা হলে নির্বিশেষবাদীদের অদ্বৈতবাদ আপনা থেকেই নিরস্ত হয়ে যায়। তাই কখনও কখনও নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদী দার্শনিকেরা পতঞ্জলির সূত্রকে তাদের মনগড়া মতবাদের দ্বারা বিকৃত করে, সমস্ত যোগের পন্থাকে কলুষিত করে দেয়।

পতঞ্জলির মতে, কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি প্রকৃত দিব্য স্থিতি লাভ করেন, এবং সেই অবস্থার উপলব্ধিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক শক্তি। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মানুষ জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়। সেই সমস্ত মানুষদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে (১) ধার্মিক হওয়া, (২) অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী হওয়া, (৩) ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হওয়া, এবং অবশেষে, (৪) ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। নির্বিশেষবাদীদের মতে, যোগী যখন তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তখন সে কৈবল্য নামক সর্বোচ্চ স্তর লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কৈবল্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির স্তর। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং পূর্ণ আত্ম উপলব্ধির স্তরেই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, তা হৃদয়ঙ্গম করার নাম হচ্ছে কৈবল্য; পতঞ্জলির ভাষায় তাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক শক্তির উপলব্ধি। তাঁর মতে মানুষ যখন জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, আত্মা এবং পরমাত্মার উপলব্ধিতে স্থিত হয়, তাকে বলা হয় চিৎ-শক্তি। পূর্ণ চিন্ময় উপলব্ধিতে দিব্য আনন্দের অনুভব হয়, এবং *ভগবদ্গীতায়* সেই আনন্দকে পরম সুখ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা জড় ইন্দ্রিয়

অনুভূতির অতীত। সমাধি দুই প্রকার—*সম্প্রজ্ঞাত* আর *অসম্প্রজ্ঞাত*, অর্থাৎ মানসিক জল্পনা-কল্পনা এবং আত্ম উপলব্ধি। সমাধিতে অথবা অসম্প্রজ্ঞাত স্তরে চিন্ময়-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের চিন্ময় রূপকে উপলব্ধি করা যায়। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির চরম লক্ষ্য।

পতঞ্জলির মতে কেউ যখন ভগবানের পরম রূপ নিরন্তর দর্শন করেন, সেইটি হচ্ছে সিদ্ধ অবস্থা, যা কর্দম মুনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগের প্রাথমিক সিদ্ধির স্তর অতিক্রম করে, এই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চরম উপলব্ধি হয় না। অষ্টাঙ্গ-যোগের আটটি সিদ্ধি রয়েছে। যিনি সেইগুলি লাভ করেছেন, তিনি হালকা থেকে হালকা এবং ভারি থেকে ভারি হতে পারেন, এবং তাঁর যা ইচ্ছা তাই তিনি পেতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত জড় সাফল্য লাভ করা যোগের চরম সিদ্ধি বা অন্তিম লক্ষ্য নয়। যোগের অন্তিম লক্ষ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে—কর্দম মুনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর নিত্য স্বরূপে দর্শন করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তি শুরু হয় জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা বা কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, এবং কেউ যখন সেই স্তর প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁর অধঃপতনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। যোগ-পদ্ধতির মাধ্যমে কেউ যদি সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে চান, অথচ সেই সঙ্গে কোন রকম ভৌতিক শক্তি লাভ করার প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, তা হলে তাঁর প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ভণ্ড যোগীরা যে জড় সুখভোগের জন্য মানুষদের অনুপ্রাণিত করে, তার সঙ্গে চিন্ময় আনন্দের দিব্য উপলব্ধির কোন সম্বন্ধ নেই। ভক্তিযোগের প্রকৃত ভক্তেরা দেহ ধারণের জন্য যতটুকু ভৌতিক বস্তুর প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই গ্রহণ করেন। তাঁরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের সমস্ত আড়ম্বর থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার জন্য তাঁরা সব রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকেন।

শ্লোক ১৩

ঋষিরুবাচ

জুষ্টং বতাদ্যাখিলসত্ত্বরাশেঃ
সাংসিদ্ধ্যমক্ষ্ণোস্তব দর্শনান্নঃ ।
যদ্দর্শনং জন্মভিরীড্য সদ্ভি-
রাশাসতে যোগিনো রূঢ়যোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি বললেন; **জুষ্টম্**—প্রাপ্ত হয়; **বত**—আহা; **অদ্য**—এখন; **অখিল**—সমস্ত; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের; **রাশেঃ**—যিনি আধার-স্বরূপ; **সাংসিদ্ধ্যম্**—পূর্ণ

সফলতা; **অক্ষ্ণোঃ**—চক্ষুদ্বয়ের; **তব**—আপনার; **দর্শনাৎ**—দর্শনের ফলে; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **যৎ**—যার; **দর্শনম্**—দর্শন; **জন্মভিঃ**—জন্মের দ্বারা; **ঈড্য**—হে পূজ্য ভগবান; **সদ্ভিঃ**—ক্রমশ পদোন্নতি; **আশাসতে**—আকাঙ্ক্ষা করে; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **রূঢ়-যোগাঃ**—যোগ-সিদ্ধি লাভ করে।

অনুবাদ

মহর্ষি কর্দম বললেন—হে পরম আরাধ্য ভগবান! সমস্ত অস্তিত্বের উৎস, আপনাকে দর্শন করে আমার চক্ষুদ্বয় আজ পূর্ণরূপে সার্থক হল। মহান যোগীরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আপনার চিন্ময় রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে সমস্ত সত্ত্বগুণ এবং সমস্ত আনন্দের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সত্ত্বগুণে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না। তাই যখন কারও দেহ, মন এবং কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তিনি সত্ত্বগুণের সর্বোচ্চ পূর্ণতার স্তর প্রাপ্ত হন। কর্দম মুনি বলছেন—"হে প্রভু, আপনি যে সব কিছুর উৎস, তা সত্ত্বগুণের প্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করার ফলে, আমার দৃষ্টি আজ সার্থক হয়েছে।" এই ধরনের উক্তি শুদ্ধ ভক্তি-ব্যঞ্জক; ভগবদ্ভক্তের কাছে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা সাধন হয়, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে। দর্শন ইন্দ্রিয় যখন ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে, তখন তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; শ্রবণেন্দ্রিয় যখন ভগবানের মহিমা শ্রবণে যুক্ত হয়, তখন তা সার্থক হয়; রসনেন্দ্রিয় যখন ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করে, তখন তা সার্থক হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যখন পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে যুক্ত হয়, তখন তাঁর সেই পূর্ণতাকে বলা হয় ভক্তিযোগ, যার অর্থ হচ্ছে জড় বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করে, ভগবানের সেবায় সেইগুলিকে যুক্ত করা। কেউ যখন জীবনের বদ্ধ অবস্থা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে, পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর সেই সেবাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। কর্দম মুনি স্বীকার করেছেন যে, ভক্তিযোগে সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করাই হচ্ছে দৃষ্টির সার্থকতা। কর্দম মুনি দর্শনের এই সর্বোচ্চ পূর্ণতা সম্বন্ধে অতি স্তুতি করেননি। তিনি প্রমাণ দিয়েছেন যে, যাঁরা প্রকৃত পক্ষে যোগে উন্নত, তাঁরা জন্ম-জন্মান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপ দর্শন করার অভিলাষ করেন। তিনি কোন মিথ্যা যোগী ছিলেন না। যাঁরা প্রকৃতই মহান, তাঁরা কেবল ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করার কামনা করেন।

শ্লোক ১৪

যে মায়য়া তে হতমেধসস্ত্বৎ-
পাদারবিন্দং ভবসিন্ধুপোতম্ ।
উপাসতে কামলবায় তেষাং
রাসীশ কামান্নিরয়েঽপি যে স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

যে—যারা; **মায়য়া**—মোহিনী শক্তির দ্বারা; **তে**—আপনার; **হত**—ভ্রষ্ট হয়েছে; **মেধসঃ**—যাদের বুদ্ধি; **ত্বৎ**—আপনার; **পাদ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **সিন্ধু**—সমুদ্র; **পোতম্**—তরণি; **উপাসতে**—পূজা করে; **কাম-লবায়**—নগণ্য সুখের জন্য; **তেষাম্**—তাদের; **রাসি**—আপনি দান করেন; **ঈশ**—হে ভগবান; **কামান্**—বাসনাসমূহ; **নিরয়ে**—নরকে; **অপি**—ও; **যে**—যে-বাসনা; **স্যুঃ**—লাভ করা যায়।

অনুবাদ

আপনার শ্রীপাদপদ্ম সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আদর্শ তরণি। মায়ার প্রভাবে যাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, কেবল তারাই নারকীদেরও প্রাপ্য অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সেই পাদপদ্মের আরাধনা করে। কিন্তু, হে প্রভু! আপনি এতই দয়াময় যে, এমন কি তাদের প্রতিও কৃপা বর্ষণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই প্রকার ভক্ত রয়েছে—যাঁরা জড় সুখ কামনা করেন, এবং যাঁরা ভগবানের সেবা ছাড়া অন্য আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না। নারকীয় অবস্থায় জীবন যাপনকারী কুকুর এবং শূকরেরাও জড় সুখ প্রাপ্ত হয়। শূকরও পূর্ণমাত্রায় আহার, নিদ্রা, এবং মৈথুন-সুখ উপভোগ করে, এবং জড় অস্তিত্বের এই প্রকার নারকীয় সুখ উপভোগ করে, তারা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়। আধুনিক যুগের যোগীরা উপদেশ দেয় যে, যেহেতু ইন্দ্রিয় রয়েছে, তাই সেইগুলিকে কুকুর-বিড়ালের মতো পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ যোগ অনুশীলন করে যেতে পারে। কর্দম মুনি এখানে সেই প্রকার মতবাদের নিন্দা করেছেন; তিনি বলেছেন যে, এই প্রকার জড় সুখ নারকীয় পরিবেশে কুকুর-বিড়ালেরাও লাভ করে থাকে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তথাকথিত যোগীরা যদি এই প্রকার নারকীয় সুখের ফলে তৃপ্ত হয়, তা হলে

তিনি তাদের বাসনা অনুসারে, জড় সুখভোগের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দান করেন, কিন্তু তারা কর্দম মুনির মতো সিদ্ধি লাভ করতে পারে না।

নারকীয় এবং আসুরিক ব্যক্তিরা পরম সিদ্ধি যে কি তা জানে না, এবং তাই তারা মনে করে যে, ইন্দ্রিয় সুখভোগই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। তারা উপদেশ দেয় যে, ইন্দ্রিয় সুখভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং কয়েকটি অভ্যাসের অনুশীলন করে, সহজেই সিদ্ধি লাভ করা যেতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তিদের এখানে *হতমেধসঃ*, অর্থাৎ 'যাদের মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা যোগ অথবা ধ্যানের সিদ্ধির মাধ্যমে জড় সুখভোগ করতে চায়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। তেমনই এখানেও কর্দম মুনি বলেছেন যে, যারা যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে জড় সুখ উপভোগ করতে চায়, তাদের মেধা নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা হচ্ছে এক নম্বরের মূর্খ। প্রকৃত পক্ষে, বুদ্ধিমান যোগ-সাধকের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার মাধ্যমে ভব-সাগর অতিক্রম করা, এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের দর্শন করা ছাড়া অন্য আর কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করা। কিন্তু, ভগবান এতই কৃপাময় যে, এমন কি আজও যাদের মেধা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারাও বিড়াল, কুকুর অথবা শূকর শরীর লাভ করে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধন এবং যৌন সুখ উপভোগ করার বর লাভ করে। *ভগবদ্গীতায়* তাঁর সেই আশীর্বাদ প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন—"মানুষ আমার কাছ থেকে যা পেতে চায়, আমি তার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ করি।"

শ্লোক ১৫

তথা স চাহং পরিবোঢ়ুকামঃ
সমানশীলাং গৃহমেধধেনুম্ ।
উপেয়িবান্মূলমশেষমূলং
দুরাশয়ঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য ॥ ১৫ ॥

তথা—তেমনই; **সঃ**—আমি স্বয়ং; **চ**—ও; **অহম্**—আমি; **পরিবোঢ়ুকামঃ**—বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়ে; **সমান-শীলাম্**—অনুরূপ কন্যা; **গৃহ-মেধ**—বিবাহিত জীবনে; **ধেনুম্**—কামধেনু; **উপেয়িবান্**—উপগত হয়েছি; **মূলম্**—মূল (পাদপদ্ম); **অশেষ**—প্রত্যেক বস্তুর; **মূলম্**—উৎস; **দুরাশয়ঃ**—কামপূর্ণ বাসনা সহকারে; **কাম-দুঘ**—সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী; **অঙ্ঘ্রিপস্য**—বৃক্ষ-স্বরূপ আপনার।

অনুবাদ

তাই কামধেনুর মতো যে আমার সমস্ত কাম-বাসনা পূর্ণ করবে, সেই প্রকার আমারই মতো স্বভাব-বিশিষ্টা কন্যাকে বিবাহ করার বাসনায় আমিও আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছি, কেননা আপনি কল্পবৃক্ষ-সদৃশ।

তাৎপর্য

যারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয় তাদের নিন্দা করা সত্ত্বেও, কর্দম মুনি ভগবানের কাছে তাঁর নিজের অক্ষমতা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে বলছেন, "আমি যদিও জানি যে, আপনার কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক কিছু চাওয়া উচিত নয়, তবুও আমি আমার মতো স্বভাব-বিশিষ্টা কন্যাকে বিবাহ করতে চাই।" 'আমার মতো স্বভাব-বিশিষ্টা' কথাটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বে সম স্বভাব-বিশিষ্ট বালক-বালিকার বিবাহ হত; সম স্বভাব-বিশিষ্ট বালক-বালিকার এই মিলনের ফলে, তারা উভয়েই সুখী হত। প্রায় পঁচিশ বছর আগেও, এবং হয়তো এখনও, ভারতবর্ষে পিতা-মাতারা কুষ্ঠি বিচার করে দেখতেন বালক এবং বালিকার মনোভাব এক রকম কি না, এবং তাদের মিলন সত্যি সত্যি সম্ভব কি না। এই বিবেচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আজকাল এই প্রকার বিবেচনা ব্যতীতই বিবাহ হচ্ছে, এবং তাই বিবাহের অল্প কাল পরেই স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হচ্ছে। পূর্বে স্বামী এবং স্ত্রী একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে সারা জীবন যাপন করতেন, কিন্তু আজকাল তা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

কর্দম মুনি সম স্বভাব-বিশিষ্টা পত্নী আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কেননা পারমার্থিক এবং জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য পত্নীর সহযোগিতা প্রয়োজন। বলা হয় যে, পত্নী ধর্ম, অর্থ এবং কাম সম্বন্ধীয় সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে। সুপত্নী-সমন্বিত পুরুষকে ভাগ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে, যে পুরুষের বহু ধন-সম্পদ, সৎ পুত্র এবং সুপত্নী আছে, তাকে ভাগ্যবান বলে গণনা করা হয়েছে। এই তিনের মধ্যে আবার সুপত্নী-সমন্বিত পুরুষকে সব চাইতে ভাগ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বিবাহের পূর্বে, তথাকথিত সৌন্দর্য অথবা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের অন্যান্য আকর্ষণগুলির দ্বারা মোহিত না হয়ে, সম স্বভাবশীলা পত্নী মনোনয়ন করা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কলি যুগে যৌন জীবনের ভিত্তিতে বিবাহ হবে; এবং যৌন জীবন ব্যাহত হলেই, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন উঠবে।

কর্দম মুনি উমার কাছে বর প্রার্থনা করতে পারতেন, কেননা উত্তম পত্নী লাভের আশায় উমার পূজা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্দম মুনি পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করাকে শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিলেন, কেননা *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকাম, নিষ্কাম অথবা মুক্তিকামী ব্যক্তিরা সকলেই যেন পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে এক শ্রেণী জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, দ্বিতীয়টি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, এবং অপরটি, যাঁরা হচ্ছেন আদর্শ মানুষ, তাঁরা ভগবানের ভক্ত হতে চান। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সেবা করার বিনিময়ে কোন কিছু প্রত্যাশা করেন না; তিনি কেবল ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করতে চান। সর্ব অবস্থাতেই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা, কেননা তিনি সকলের বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার লাভ এই যে, জড় সুখভোগের বাসনা থাকলেও, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার ফলে, তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবেন এবং তাঁর আর কোন জড়-জাগতিক বাসনা থাকবে না।

শ্লোক ১৬

প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তন্ত্যা
লোকঃ কিলায়ং কামহতোঽনুবদ্ধঃ ।
অহং চ লোকানুগতো বহামি
বলিং চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্ ॥ ১৬ ॥

প্রজাপতেঃ—সমস্ত জীবাত্মার প্রভু; **তে**—আপনার; **বচসা**—নির্দেশ অনুসারে; **অধীশ**—হে ভগবান; **তন্ত্যা**—রজ্জুর দ্বারা; **লোকঃ**—বদ্ধ জীব; **কিল**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই সমস্ত; **কাম-হতঃ**—কামনা-বাসনার দ্বারা পরাভূত; **অনুবদ্ধঃ**—বদ্ধ; **অহম্**—আমি; **চ**—এবং; **লোক-অনুগতঃ**—বদ্ধ জীবেদের অনুসরণ করে; **বহামি**—নিবেদন করি; **বলিম্**—পূজার উপচার; **চ**—এবং; **শুক্ল**—হে ধর্ম-মূর্তে; **অনিমিষায়**—শাশ্বত কালরূপে বর্তমান; **তুভ্যম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সমস্ত জীবাত্মাদের প্রভু এবং নেতা। আপনার পরিচালনায় সমস্ত বদ্ধ জীবেরা রজ্জুবদ্ধের মতো নিরন্তর তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের

চেষ্টায় যুক্ত। হে ধর্ম-মূর্তে! তাদের অনুসরণ করে, আমিও শাশ্বত কালরূপী আপনাকে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করছি।

তাৎপর্য

কঠোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবেদের নায়ক। তিনি তাদের পালক এবং তাদের সমস্ত প্রয়োজন এবং বাসনা পূরণকারী। কোন জীবই স্বতন্ত্র নয়; সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের করুণার উপর নির্ভরশীল। তাই বেদের নির্দেশ হচ্ছে, সকলেই যেন পরম নায়ক পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করেন। *ঈশোপনিষদ* আদি বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সব কিছুই যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের, তাই কখনও অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার নিজের বরাদ্দ উপভোগ করা। প্রতিটি জীবের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ করা, এবং জাগতিক অথবা পারমার্থিক জীবন উপভোগ করা।

প্রশ্ন উঠতে পারে—পারমার্থিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন কর্দম মুনি ভগবানের কাছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেননি? প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা সত্ত্বেও কেন তিনি জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করতে চেয়েছিলেন? তার উত্তরে বলা যায় যে, সকলেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। তাই প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে তার বর্তমান অবস্থা অনুসারে সুখভোগ করা, কিন্তু তা করতে হবে পরমেশ্বর ভগবান অথবা বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে। বৈদিক শাস্ত্রসমূহকে পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ বাণী বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবান আমাদের ইচ্ছা অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করার সুযোগ-সুবিধা দান করেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করার পন্থা প্রদর্শন করেন, যাতে মানুষ ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যে-সমস্ত বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এই জড় জগতে এসেছে, তারা সকলেই প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সর্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে বৈদিক অনুশাসনগুলি অনুসরণ করা; তা হলে তা ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করে মুক্ত হতে সাহায্য করবে।

কর্দম মুনি ভগবানকে শুক্র বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে 'ধর্মের নায়ক'। পুণ্যবান ব্যক্তিদের ধর্মের অনুশাসনগুলি পালন করা উচিত, কেননা সেই অনুশাসনগুলি ভগবান স্বয়ং দান করেছেন। কেউই ধর্ম তৈরি করতে পারে না; 'ধর্ম' মানে হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন এবং অনুশাসন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, ধর্ম মানে হচ্ছে তাঁর শরণাগত হওয়া। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে

বৈদিক বিধি-নিষেধ অনুসরণ করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া, কেননা মানব-জীবনের পূর্ণতার সেইটি হচ্ছে চরম লক্ষ্য। ধর্মের বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে পুণ্য-জীবন যাপন করা, এবং বিবাহ করে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা উচিত।

শ্লোক ১৭

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ
হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্ ।
পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধু-
পীযূষনির্যাপিতদেহধর্মাঃ ॥ ১৭ ॥

লোকান্—জড়-জাগতিক বিষয়; **চ**—এবং; **লোক-অনুগতান্**—জড়-জাগতিক বিষয়ের অনুগামী; **পশূন্**—পাশবিক; **চ**—এবং; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **শ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছে; **তে**—আপনার; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্মের; **আতপত্রম্**—ছত্র; **পরস্পরম্**—পরস্পরের সঙ্গে; **ত্বৎ**—আপনার; **গুণ**—গুণাবলীর; **বাদ**—আলোচনার দ্বারা; **সীধু**—মাদকতা সৃষ্টিকারী; **পীযূষ**—অমৃতের দ্বারা; **নির্যাপিত**—নির্বাপিত; **দেহ-ধর্মাঃ**—দেহের মৌলিক আবশ্যকতা সমূহ।

অনুবাদ

কিন্তু, যাঁরা বাঁধাধরা জড়-জাগতিক বিষয়কে এবং এই সকল বিষয়ের পশুতুল্য অনুগামীদের পরিত্যাগ করেছে, এবং পরস্পরের সঙ্গে আপনার গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মাদকতা সৃষ্টিকারী অমৃত আস্বাদন করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই জড় দেহের মৌলিক আবশ্যকতাগুলি থেকে মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

বিবাহিত জীবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বর্ণনা করার পর, কর্দম মুনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারগুলি জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের জন্য কতগুলি বাঁধাধরা নিয়ম। চারটি পশু প্রবৃত্তি—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—প্রকৃত পক্ষে দেহের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু যাঁরা চিন্ময় কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা এই জড় জগতের সমস্ত বাঁধাধরা কার্যকলাপগুলি পরিত্যাগ করে, সব রকম সামাজিক রীতিনীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। বদ্ধ জীবেরা

জড়া প্রকৃতি বা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-সমন্বিত নিত্য কালের বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, আত্মার শাশ্বত বৃত্তিতে অবস্থিত হন। ভৌতিক জীবনের সুখভোগ করার জন্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা, কিন্তু যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের আর এই জড় জগতের বিধি-নিষেধের ভয় থাকে না। এই প্রকার ভক্তেরা জড় কার্যকলাপের রীতিনীতির ধার ধারেন না; তাঁরা নির্ভীকভাবে সেই আশ্রয় অবলম্বন করেন, যা জন্ম-মৃত্যুর চক্ররূপী রৌদ্র থেকে রক্ষাকারী এক ছত্র-স্বরূপ।

জড় জগতে দুঃখভোগ করার আর একটি কারণ হচ্ছে, নিরন্তর এক দেহ থেকে আর এক দেহে আত্মার দেহান্তর। জড় জগতে বদ্ধ জীবের এই অবস্থাকে বলা হয় সংসার। কেউ পুণ্য কর্ম করার ফলে, অত্যন্ত সুন্দর জড় পরিবেশে জন্মগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু যেই পন্থায় জন্ম এবং মৃত্যু হয়, তা ভয়ঙ্কর অগ্নির সমান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুরু-বন্দনায় তা বর্ণনা করেছেন। সংসার বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে তিনি দাবানলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারও প্রচেষ্টা ব্যতীত আপনা থেকেই শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণের ফলে দাবানল জ্বলে উঠে, এবং সেই আগুন কোন অগ্নি-নির্বাপণী বিভাগ বা সহানুভূতিশীল ব্যক্তি নেভাতে পারে না। প্রচণ্ড দাবানল কেবল মুষলধারায় বারি বর্ষণের ফলেই নির্বাপিত হতে পারে। শ্রীগুরুদেবের করুণাকে সেই বারি-বর্ষণকারী মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গুরুদেবের কৃপার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাবারি বর্ষিত হয়, এবং তখনই কেবল কৃষ্ণভক্তিরূপ বারি বর্ষণের ফলে, সংসাররূপী দাবানল নির্বাপিত হয়। সেই কথা এখানেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জড়-জাগতিক জীবনের বাঁধাধরা অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবে নির্বিশেষবাদীদের মতো তা করলে কোন কাজ হবে না, পক্ষান্তরে ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করলেই কেবল জড় অস্তিত্বের কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যে-সমস্ত মানুষ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের বাঁধাধরা পশু প্রবৃত্তিগুলিকেই মার্জিতভাবে অনুসরণ করে, তথাকথিত সেই সমস্ত সভ্য মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ করে, এই জড় জগতের বদ্ধ জীবন পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনকে এখানে *ত্বদ্গুণবাদসীধু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের লীলা শ্রবণ এবং কীর্তনরূপ অমৃত পান করার ফলেই কেবল মানুষ এই সংসারের মাদকতা ভুলতে পারে।

শ্লোক ১৮

ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং
ত্রয়োদশারং ত্রিশতং ষষ্টিপর্ব ।
ষণ্ণেম্যনন্তচ্ছদি যত্ত্রিণাভি
করালস্রোতো জগদাচ্ছিদ্য ধাবৎ ॥ ১৮ ॥

ন—না; **তে**—আপনার; **অজর**—অক্ষয় ব্রহ্মের; **অক্ষ**—অক্ষদণ্ডের উপর; **ভ্রমিঃ**—ঘুরছে; **আয়ুঃ**—আয়ুষ্কাল; **এষাম্**—ভক্তদের; **ত্রয়োদশ**—তের; **অরম্**—চাকার দণ্ড; **ত্রি-শতম্**—তিন শত; **ষষ্টি**—ষাট; **পর্ব**—পর্ব; **ষট্**—ছয়; **নেমি**—পরিধি; **অনন্ত**—অসংখ্য; **ছদি**—পাতা; **যৎ**—যা; **ত্রি**—তিন; **নাভি**—নাভি; **করাল-স্রোতঃ**—প্রচণ্ড বেগে; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **আচ্ছিদ্য**—ছেদন করে; **ধাবৎ**—ধাবিত হচ্ছে।

অনুবাদ

আপনার তিন নাভি-সমন্বিত চক্র অক্ষয় ব্রহ্মের অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। তার তেরটি দণ্ড (অর), তিন শত ষাটটি পর্ব, ছয়টি পরিধি এবং তাতে অসংখ্য পত্র খচিত রয়েছে। যদিও তার আবর্তন সমগ্র সৃষ্টির আয়ু হরণ করছে, কিন্তু প্রচণ্ড বেগে ধাবিত এই চক্র ভগবদ্ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

কাল ভগবদ্ভক্তের আয়ু প্রভাবিত করতে পারে না। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির স্বল্প আচরণের ফলে মহা ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সব চাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে আত্মার এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তর, এবং ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল তার নিবৃত্তি সম্ভব। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*—ভগবানের কৃপা ব্যতীত জন্ম-মৃত্যুর চক্রের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল ভগবানের কার্যকলাপ, তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবের দিব্য প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই কেবল জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। কালকে নিমেষ, ঘণ্টা, মাস, বৎসর, ঋতু, ইত্যাদি অনেক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের জ্যোতিষ বিভাগীয় গণনা অনুসারে এই শ্লোকের বিভাগগুলি বর্ণিত হয়েছে। ছয়টি ঋতু রয়েছে, এবং চার মাস নিয়ে একটি সময় রয়েছে, যাকে

বলা হয় চাতুর্মাস্য। এই প্রকার তিনটি চাতুর্মাস্যে এক বছর হয়। বৈদিক জ্যোতিষ-গণনা অনুসারে, তেরটি মাস রয়েছে। ত্রয়োদশ মাসটিকে বলা হয় আদি মাস বা মল মাস এবং প্রতি তিন বছরে তা যোগ করা হয়। কাল কিন্তু কখনও ভগবদ্ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না। অন্য একটি শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্যের উদয় এবং অস্তের ফলে, সমস্ত জীবের আয়ু ক্ষয় হয়, কিন্তু তা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের আয়ু হরণ করতে পারে না। এখানে কালকে একটি বিরাট চক্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার ৩৬০টি পর্ব, ছয়টি ঋতু হচ্ছে তার ছয়টি পরিধি, এবং ক্ষণরূপে তাতে অসংখ্য পত্র রয়েছে। এই চক্রটি নিত্য ব্রহ্মরূপ অক্ষের উপর আবর্তিত হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

একঃ স্বয়ং সঞ্জগতঃ সিসৃক্ষয়া-
দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া ।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে
যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

একঃ—এক; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **সন্**—হয়ে; **জগতঃ**—বিশ্বসমূহ; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়; **অদ্বিতীয়য়া**—অদ্বিতীয়; **আত্মন্**—আপনার নিজের; **অধি**—নিয়ন্ত্রণকারী; **যোগ-মায়য়া**—যোগমায়ার দ্বারা; **সৃজসি**—আপনি সৃষ্টি করেন; **অদঃ**—এই বিশ্ব; **পাসি**—আপনি পালন করেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **গ্রসিষ্যসে**—আপনি বিনাশ করবেন; **যথা**—যেমন; **ঊর্ণ-নাভিঃ**—মাকড়সা; **ভগবন্**—হে ভগবান; **স্ব-শক্তিভিঃ**—স্বীয় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি একলাই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সৃষ্টি করেন। হে পরমেশ্বর! এই জগৎ সৃষ্টি করার বাসনায়, আপনার অন্তরঙ্গা তথা দ্বিতীয়া শক্তি, যোগমায়ার অধীনস্থ শক্তির দ্বারা আপনি তাদের সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং পুনরায় বিনাশ করেন, ঠিক যেমন একটি ঊর্ণনাভ তার শক্তির দ্বারা জাল বোনে এবং পুনরায় তা গ্রাস করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ নির্বিশেষবাদীদের সব কিছুই ঈশ্বর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিরস্ত করে। এখানে কর্দম মুনি বলেছেন, "হে পরমেশ্বর ভগবান। আপনি একা,

কিন্তু আপনার বহু শক্তি রয়েছে।" এখানে ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঊর্ণনাভ একটি স্বতন্ত্র জীব, এবং তার শক্তির দ্বারা সে জাল বুনে, তাতে খেলা করে এবং তার পর তার ইচ্ছা অনুসারে, তার খেলা সংবরণ করে জালটি গুটিয়ে নেয়। মাকড়সাটি যখন তার লালা দিয়ে জালটি তৈরি করে, তখন সে নির্বিশেষ হয়ে যায় না। তেমনই, জড়া এবং পরা প্রকৃতির সৃষ্টি এবং প্রকাশের দ্বারা সৃষ্টিকর্তা নির্বিশেষ হয়ে যান না। এই প্রার্থনাটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান সচেতন এবং তিনি তাঁর ভক্তের প্রার্থনা শোনেন এবং তা পূর্ণ করেন। তাই, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অর্থাৎ তাঁর রূপ আনন্দময়, জ্ঞানময় এবং নিত্য।

শ্লোক ২০

নৈতদ্বতাধীশ পদং তবেপ্সিতং
যন্মায়য়া নস্তনুষে ভূতসূক্ষ্মম্ ।
অনুগ্রহায়াস্ত্বপি যর্হি মায়য়া
লসত্তুলস্যা ভগবান্ বিলক্ষিতঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **বত**—বস্তুত; **অধীশ**—হে ভগবান; **পদম্**—জড় জগৎ; **তব**—আপনার; **ঈপ্সিতম্**—বাসনা; **যৎ**—যা; **মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **নঃ**—আমাদের জন্য; **তনুষে**—আপনি প্রকাশ করেন; **ভূত-সূক্ষ্মম্**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ; **অনুগ্রহায়**—কৃপা বর্ষণ করার জন্য; **অস্তু**—হোক; **অপি**—ও; **যর্হি**—যখন; **মায়য়া**—আপনার অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে; **লসৎ**—শোভিত; **তুলস্যা**—তুলসী পত্রের মালার দ্বারা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিলক্ষিতঃ**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার ইচ্ছা না থাকলেও, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আপনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদান-সমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করেন। আপনার অহৈতুকী কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হোক। কেননা তুলসী পত্রের মালায় শোভিত আপনার শাশ্বত রূপে আপনি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান স্বেচ্ছায় এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেননি; তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তা সৃষ্টি হয়েছে, কেননা বদ্ধ জীবেরা তা

উপভোগ করতে চেয়েছে। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের পরিবর্তে নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকতে চান, তাঁদের জন্য এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়নি। তাঁদের জন্য চিন্ময় জগৎ নিত্য বিরাজমান, এবং তাঁরা সেখানে আনন্দ উপভোগ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য এই জড় জগৎ নিরর্থক; কেননা এই জড় জগৎ প্রতি পদক্ষেপে বিপদে পূর্ণ। এই জড় জগৎ ভক্তদের জন্য নয়, কিন্তু যারা নিজেদের দায়িত্বে এই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায় তাদের জন্য। কৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের অভিলাষী জীবেদের জন্য আর একটি জগৎ সৃষ্টি করেন, যেখানে তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে তা উপভোগ করতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বরূপে সেখানে আবির্ভূত হন। ভগবান অনিচ্ছাকৃতভাবে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁর স্বরূপে তিনি অবতরণ করেন, অথবা তাঁর প্রিয় পুত্র কিংবা বিশ্বস্ত সেবক বা ব্যাসদেবের মতো মহাজনকে প্রেরণ করেন জীবেদের উপদেশ দেওয়ার জন্য। *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে তিনি নিজেও উপদেশ দেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রচার কার্যও চলতে থাকে, যাতে জড় জগতে দুর্দশা-ক্লিষ্ট, পথভ্রষ্ট জীবেরা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে, পুনরায় তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে। তাই *ভগবদ্গীতার* শেষ উপদেশ হচ্ছে—"এই জড় জগতে তোমার মনগড়া সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে, আমার শরণাগত হও। তোমার সমস্ত পাপ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব।"

শ্লোক ২১

তং ত্বানুভূত্যোপরতক্রিয়ার্থং
স্বমায়য়া বর্তিতলোকতন্ত্রম্ ।
নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদ-
সরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্ ॥ ২১ ॥

তম্—সেই; **ত্বা**—আপনি; **অনুভূত্যা**—অনুভূতির দ্বারা; **উপরত**—উপেক্ষিত; **ক্রিয়া**—সকাম কর্মের সুখ; **অর্থম্**—যার ফলে; **স্ব-মায়য়া**—আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা; **বর্তিত**—সম্পাদিত; **লোক-তন্ত্রম্**—জড় জগৎ; **নমামি**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **নমনীয়**—পূজনীয়; **পাদ-সরোজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **অল্পীয়সি**—নগণ্য; **কাম**—বাসনাসমূহ; **বর্ষম্**—বর্ষণ করে।

অনুবাদ

আমি নিরন্তর শরণ গ্রহণের যোগ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা আপনি নগণ্য ব্যক্তিদের উপরও সর্বদা আপনার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। আপনার মায়া শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ বিস্তার করেছেন, যাতে সমস্ত জীব আপনাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সকাম কর্ম থেকে বিরক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া, তা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষীই হন, মুক্তিকামীই হন কিংবা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার অভিলাষীই হন, কেননা ভগবান সকলকে তাঁর ঈপ্সিত বর প্রদান করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে*—যারা সাফল্যের সঙ্গে জড় জগৎকে ভোগ করতে অভিলাষী, ভগবান তাদের সেই বর প্রদান করেন, যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়, ভগবান তাদের মুক্তি দান করেন, আবার যাঁরা নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে, তাঁর সেবায় যুক্ত হতে চান, তিনি তাঁদের সেই বর দান করেন। জড় সুখভোগের জন্য তিনি বেদে বহু কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন, যাতে মানুষ সেই সমস্ত নির্দেশের অনুসরণ করে, স্বর্গলোকে অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে জড় সুখ উপভোগ করতে পারে। বেদে এই সমস্ত পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে, এবং মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। যারা এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদেরও অনুরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন না। যাঁরা জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত হয়েছেন, মুক্তি তাঁদেরই জন্য। তাই, *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*—যাঁরা এই জড় জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টা বর্জন করেছেন, তাঁরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারেন। যাঁরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চান, তাঁদের জন্য *বেদান্ত-সূত্র* রয়েছে, এবং *বেদান্ত-সূত্রের* প্রকৃত ব্যাখ্যা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* রয়েছে। যেহেতু *ভগবদ্গীতাও বেদান্ত-সূত্র*, তাই *শ্রীমদ্ভাগবত*, *বেদান্ত-সূত্র* অথবা *ভগবদ্গীতা* হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি তত্ত্বত ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং যখন তিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ব্রহ্ম বা কৃষ্ণের সেবা করতে শুরু করেন, তখন তিনি

কেবল মুক্তই হন না, উপরন্তু তিনি চিন্ময় জীবনে স্থিত হন। তেমনই, যারা জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়, তাদের জন্য জড় সুখভোগের বহু বিভাগ রয়েছে; ভৌতিক জ্ঞান এবং জাগতিক বিজ্ঞান রয়েছে, এবং যারা তা উপভোগ করতে চায়, ভগবান তাদের সেই সুযোগ দেন। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যে-কোন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এখানে *কামবর্ষম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, যাঁরাই ভগবানের অনুগত হন, ভগবান তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেন। আর যাঁরা ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসা সত্ত্বেও জড় সুখ উপভোগ করতে চান, তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, কৃষ্ণ তাঁদের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁদের মোহ মুক্ত করেন।

শ্লোক ২২

ঋষিরুবাচ
ইত্যব্যলীকং প্রণুতোঽব্জনাভ-
স্তমাবভাষে বচসামৃতেন ।
সুপর্ণপক্ষোপরি রোচমানঃ
প্রেমস্মিতোদ্বীক্ষণবিভ্রমদ্ভ্রূঃ ॥ ২২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অব্যলীকম্**—নিষ্ঠাপূর্বক; **প্রণুতঃ**—প্রশংসিত হয়ে; **অব্জ-নাভঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **তম্**—কর্দম মুনিকে; **আবভাষে**—উত্তর দিয়েছিলেন; **বচসা**—বাণীর দ্বারা; **অমৃতেন**—অমৃতের মতো মধুর; **সুপর্ণ**—গরুড়ের; **পক্ষ**—স্কন্ধে; **উপরি**—উপর; **রোচমানঃ**—শোভমান; **প্রেম**—স্নেহের; **স্মিত**—হাসা সহকারে; **উদ্বীক্ষণ**—দৃষ্টিপাত করে; **বিভ্রমৎ**—সঞ্চালন করে; **ভ্রূঃ**—ভ্রূযুগল।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—সেই বাক্যের দ্বারা ঐকান্তিকভাবে সংস্তুত হয়ে, গরুড়ের স্কন্ধে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণু অমৃত মধুর বাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন। স্নেহপূর্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে ঋষির প্রতি দৃষ্টিপাত করার সময়, গভীর স্নেহে তাঁর ভ্রূযুগল সঞ্চালিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বচসামৃতেন শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যখনই ভগবান কিছু বলেন, তিনি চিন্ময় জগৎ থেকে তা বলেন, এই জড় জগৎ থেকে নয়। যেহেতু তিনি চিন্ময়, তাঁর বাণীও চিন্ময়, এবং তাঁর কার্যকলাপও চিন্ময়; তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই চিন্ময়। অমৃত শব্দটির অর্থ হচ্ছে যার কখনও মৃত্যু হয় না। ভগবানের বাণী এবং কার্যকলাপ মৃত্যুহীন; তাই তা জড় জগতের সৃষ্টি নয়। জড় জগতের শব্দ এবং চিন্ময় জগতের শব্দ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। চিন্ময় জগতের শব্দ অমৃত মধুর এবং নিত্য, কিন্তু জড় জগতের শব্দ নীরস এবং নশ্বর। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের ধ্বনি—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—কীর্তনকারীর উৎসাহ নিরন্তর বর্ধন করে। কেউ যদি কোন জড় শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, তা হলে কিছুক্ষণ পরেই তার কাছে তা একঘেয়ে লাগবে এবং সে ক্লান্তি অনুভব করবে, কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জপ করলেও কোন রকম ক্লান্তি আসে না; পক্ষান্তরে, কীর্তনকারী আরও অধিক কীর্তন করার অনুপ্রেরণা অনুভব করেন। ভগবান যখন কর্দম মুনির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, তখন *বচসামৃতেন* শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তিনি চিন্ময় জগৎ থেকে তা বলেছিলেন। তিনি চিন্ময় শব্দের দ্বারা উত্তর দিয়েছিলেন, এবং তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন গভীর স্নেহে তাঁর ভ্রূযুগল সঞ্চালিত হচ্ছিল। ভক্ত যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তিনি অকাতরে তাঁর ভক্তের উপর তাঁর দিব্য আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, কেননা তিনি তাঁর ভক্তের প্রতি সর্বদাই অহৈতুকী কৃপা-পরায়ণ।

শ্লোক ২৩

শ্রীভগবানুবাচ

বিদিত্বা তব চৈত্যং মে পুরৈব সমযোজি তৎ ।
যদর্থমাত্মনিয়মৈস্ত্বয়ৈবাহং সমর্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **তব**—তোমার; **চৈত্যম্**—মনোভাব; **মে**—আমার দ্বারা; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—নিশ্চয়ই; **সমযোজি**—আয়োজিত হয়েছিল; **তৎ**—তা; **যৎ-অর্থম্**—যার জন্য; **আত্ম**—মন এবং ইন্দ্রিয়ের; **নিয়মৈঃ**—সংযমের দ্বারা; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **এব**—কেবল; **অহম্**—আমি; **সমর্চিতঃ**—পূজিত হয়েছি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যে জন্য তুমি মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা আমার আরাধনা করেছ, তোমার সেই মনোভাব অবগত হয়ে, আমি পূর্বেই তার ব্যবস্থা করেছি।

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তাই তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি তাদের মনোবাসনা, কার্যকলাপ এবং সব কিছু সম্বন্ধে অবগত। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সাক্ষীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। পরমেশ্বর ভগবান কর্দম মুনির হৃদয়ের বাসনা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করার সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে কখনও নিরাশ করেন না—তা তিনি যাই চান না কেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তিপথের প্রতিবন্ধক কোন বিষয়কেই তিনি কখনও অনুমোদন করেন না।

শ্লোক ২৪

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎপ্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্ ।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **বৈ**—নিঃসন্দেহে; **জাতু**—কখনও; **মৃষা**—নিষ্ফল; **এব**—কেবল; **স্যাৎ**—হতে পারে; **প্রজা**—জীবেদের; **অধ্যক্ষ**—হে নায়ক; **মৎ-অর্হণম্**—আমার পূজা; **ভবৎ-বিধেষু**—আপনার মতো ব্যক্তিদের; **অতিতরাম্**—সম্পূর্ণরূপে; **ময়ি**—আমাতে; **সংগৃভিত**—স্থির; **আত্মনাম্**—যাদের মন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে জীবাধ্যক্ষ ঋষি। যারা আমার আরাধনার দ্বারা ভক্তি সহকারে আমার সেবা করে, বিশেষ করে তোমার মতো ব্যক্তিরা, যারা তাদের সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করেছে, তাদের নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাৎপর্য

যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর যদি কোন বাসনা থেকেও থাকে, তা কখনও নিরাশ হয় না। যাঁরা তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁদের বলা হয় *সকাম* এবং

অকাম। যারা জড় সুখভোগের বাসনা নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তাদের বলা হয় সকাম, আর জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা-রহিত যে সমস্ত ভক্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে কেবল ভগবানেরই সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় অকাম। সকাম ভক্তদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। দেহের অথবা মনের ক্লেশের জন্য কেউ ভগবানের আরাধনা করেন, কেউ আবার অর্থ লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন, অন্য কেউ তাঁকে যথাযথভাবে জানবার জন্য জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর আরাধনা করেন, এবং অন্য আর কেউ দার্শনিকের মতো গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানতে চান। এই চার শ্রেণীর ব্যক্তিরাই কখনও নিরাশ হন না; তাঁদের আরাধনা অনুসারে তাঁরা অভীষ্ট ফল লাভ করেন।

শ্লোক ২৫

প্রজাপতিসুতঃ সম্রাগ্মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ ।
ব্রহ্মাবর্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীম্ ॥ ২৫ ॥

প্রজাপতি-সুতঃ—ব্রহ্মার পুত্র; **সম্রাট্**—সম্রাট; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **বিখ্যাত**—সুপ্রসিদ্ধ; **মঙ্গলঃ**—যাঁর শুভ কার্য; **ব্রহ্মাবর্তম্**—ব্রহ্মাবর্ত; **যঃ**—যিনি; **অধিবসন্**—বাস করে; **শাস্তি**—শাসন করেন; **সপ্ত**—সাত; **অর্ণবাম্**—সমুদ্র; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

ব্রহ্মার পুত্র সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু, যিনি তাঁর ধর্ম আচরণের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত, তিনি ব্রহ্মাবর্তে অবস্থান করে, সপ্ত সাগর-সমন্বিতা এই পৃথিবী শাসন করছেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও বলা হয় যে, ব্রহ্মাবর্ত হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের একটি অংশ অথবা কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্তে অবস্থিত, কেননা কুরুক্ষেত্রে দেবতাদের পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য মতে, ব্রহ্মাবর্ত হচ্ছে ব্রহ্মালোকের একটি স্থান, যেখানে স্বায়ম্ভুব মনু শাসন করেছিলেন। এই পৃথিবীর উপর এমন অনেক স্থান রয়েছে, যা উচ্চলোকেও রয়েছে; উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং মথুরা আদি স্থান রয়েছে, যেগুলি কৃষ্ণলোকেও নিত্য বিরাজমান। পৃথিবীর উপর এমনই অনেক নাম রয়েছে, এবং এই বর্ণনা অনুসারে, হয়তো বরাহ কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু এই পৃথিবীও শাসন করেছিলেন।

মঙ্গলঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *মঙ্গল* মানে হচ্ছে যিনি ধর্ম অনুষ্ঠান, শাসন ক্ষমতা, শুচিতা এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের দ্বারা ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হয়ে সর্বতোভাবে উন্নত। *বিখ্যাত* মানে হচ্ছে 'সুপ্রসিদ্ধ'। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর সমস্ত সদ্‌গুণাবলী এবং ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ২৬

স চেহ বিপ্র রাজর্ষির্মহিষ্যা শতরূপয়া ।
আয়াস্যতি দিদৃক্ষুস্ত্বাং পরশ্বো ধর্মকোবিদঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে; **বিপ্র**—হে পবিত্র ব্রাহ্মণ; **রাজ-ঋষিঃ**—ঋষি-সদৃশ রাজা; **মহিষ্যা**—তাঁর মহিষী সহ; **শতরূপয়া**—শতরূপা নামক; **আয়াস্যতি**—আসবে; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার বাসনায়; **ত্বাম্**—তোমাকে; **পরশ্বঃ**—পরশু দিন; **ধর্ম**—ধর্মানুষ্ঠানে; **কোবিদঃ**—সুদক্ষ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ। ধর্ম অনুষ্ঠানে সুদক্ষ, সেই বিখ্যাত সম্রাট তার পত্নী শতরূপা সহ তোমাকে দর্শন করার জন্য পরশু দিন এখানে আসবে।

শ্লোক ২৭

আত্মজামসিতাপাঙ্গীং বয়ঃশীলগুণান্বিতাম্ ।
মৃগয়ন্তীং পতিং দাস্যত্যনুরূপায় তে প্রভো ॥ ২৭ ॥

আত্ম-জাম্—তার কন্যা; **অসিত**—কৃষ্ণ; **অপাঙ্গীম্**—চক্ষু; **বয়ঃ**—বয়ঃপ্রাপ্তা; **শীল**—স্বভাব; **গুণ**—সদ্‌গুণাবলী; **অন্বিতাম্**—সমন্বিতা; **মৃগয়ন্তীম্**—অন্বেষণ করে; **পতিম্**—পতি; **দাস্যতি**—দান করবে; **অনুরূপায়**—উপযুক্ত; **তে**—তোমাকে; **প্রভো**—হে মহোদয়।

অনুবাদ

তার এক বয়ঃপ্রাপ্তা, সুন্দর স্বভাব এবং সৎ গুণাবলী সমন্বিতা কৃষ্ণ-নয়না কন্যা রয়েছে। সে তার উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে। হে মহোদয়। তার পিতা-মাতা সর্বতোভাবে তার যোগ্য প্রার্থী তোমার হস্তে তাদের কন্যাকে তোমার পত্নীরূপে অর্পণ করার জন্য তোমাকে দর্শন করতে আসবে।

তাৎপর্য

কন্যার জন্য সৎ পাত্রের অন্বেষণ করার দায়িত্ব সর্বদাই মাতা-পিতার উপর ন্যস্ত থাকে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনু এবং তাঁর পত্নী তাঁদের কন্যাকে সম্প্রদান করার জন্য কর্দম মুনিকে দেখতে আসছিলেন, কেননা তাঁদের সুযোগ্যা কন্যার উপযুক্ত গুণ-সমন্বিত পাত্রের অন্বেষণ তাঁরা করছিলেন। এটিই হচ্ছে পিতা-মাতার কর্তব্য। পতির অন্বেষণ করার জন্য মেয়েদের কখনও রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হত না, কেননা বয়স্থা মেয়েরা যখন পুরুষের অন্বেষণ করে, তখন পাত্রটি সত্যি সত্যি তাদের উপযুক্ত কি না তা বিবেচনা করতে তারা ভুলে যায়। যৌন বাসনার বশবর্তী হয়ে মেয়েরা যে-কোন মানুষকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু পিতা-মাতারা যদি পতি মনোনয়ন করেন, তা হলে তাঁরা বিবেচনা করেন কাকে মনোনয়ন করা উচিত এবং কাকে উচিত নয়। বৈদিক প্রথায় তাই পিতা-মাতা তাঁদের কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পণ করতেন; কন্যাকে কখনও স্বতন্ত্রভাবে তার পতি মনোনয়ন করতে দেওয়া হত না।

শ্লোক ২৮

সমাহিতং তে হৃদয়ং যত্রেমান্ পরিবৎসরান্ ।
সা ত্বাং ব্রহ্মন্নুপবধূঃ কামমাশু ভজিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

সমাহিতম্—স্থির হয়েছে; **তে**—তোমার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **যত্র**—যার প্রতি; **ইমান্**—এই সবের জন্য; **পরিবৎসরান্**—বহু বৎসর; **সা**—সে; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **নৃপ-বধূঃ**—রাজকন্যা; **কামম্**—তোমার বাসনা অনুসারে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ভজিষ্যতি**—সেবা করবে।

অনুবাদ

হে পবিত্র ঋষি। তুমি এত বছর ধরে যার কথা তোমার হৃদয়ে চিন্তা করেছ, সেই রাজকুমারী ঠিক সেই রকমই হবে। অচিরেই সে তোমার হবে এবং পূর্ণ তৃপ্তি সম্পাদনপূর্বক তোমার সেবা করবে।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ভক্তের হৃদয়ের বাসনা অনুসারে তাঁকে সমস্ত বর দান করেন, তাই ভগবান কর্দম মুনিকে বলেছেন, "যে বালিকাটির সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে, সে

এক রাজকন্যা, সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, তাই সে তোমার যোগ্য।" ভগবানের কৃপার ফলেই কেবল মনোবাসনা অনুসারে পত্নী লাভ হয়। তেমনই, ভগবানের কৃপার প্রভাবেই বালিকার হৃদয়ের বাসনা অনুসারে যোগ্য পতি লাভ হয়। তাই বলা হয় যে, আমরা যদি আমাদের জড়-জাগতিক সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদনের ব্যাপারে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তা হলে সব কিছুই আমাদের হৃদয়ের বাসনা অনুসারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, সমস্ত অবস্থাতেই আমাদের অবশ্যই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হবে। মানুষ আবেদন করে আর ভগবান তা অনুমোদন করেন। তাই, বাসনার চরিতার্থতা পরমেশ্বর ভগবানের উপর ছেড়ে দেওয়াই উচিত; সেটিই হচ্ছে সর্বোত্তম সমাধান। কর্দম মুনি কেবল এক পত্নী লাভের বাসনা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই ভগবান তাঁর জন্য সম্রাটের দুহিতা রাজকুমারীকে মনোনয়ন করেছিলেন। এইভাবে কর্দম মুনি এক আশাতীত পত্নী লাভ করেছিলেন। আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করি, তা হলে আমরা যা লাভ করব তার ঐশ্বর্য আমাদের বাসনার অতীত হবে।

এখানে এইটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কর্দম মুনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন ক্ষত্রিয়। অতএব, ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের প্রচলন তখনও ছিল। সেই প্রথায় ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করতে পারতো, কিন্তু ব্রাহ্মণের কন্যাকে ক্ষত্রিয় বিবাহ করতে পারতো না। বৈদিক ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, শুক্রাচার্য মহারাজ যযাতিকে তাঁর কন্যা দান করেছিলেন, কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন; ব্রাহ্মণের বিশেষ অনুমতির ফলেই কেবল তাঁরা বিবাহ করতে পেরেছিলেন। তাই পুরাকালে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে, ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের প্রথা বর্জিত ছিল না, তবে তা সামাজিক প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

শ্লোক ২৯

যা ত আত্মভৃতং বীর্যং নবধা প্রসবিষ্যতি ।
বীর্যে ত্বদীয়ে ঋষয় আধাস্যন্তঞ্জসাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

যা—সে; তে—তোমার দ্বারা; আত্ম-ভৃতম্—তার মধ্যে স্থাপিত; বীর্যম্—বীর্য; নব-ধা—নয় কন্যা; প্রসবিষ্যতি—প্রসব করবে; বীর্যে ত্বদীয়ে—তোমার

দ্বারা উৎপন্ন কন্যাদের; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; আধাস্যন্তি—আধান করবে; অঞ্জসা—সমগ্র; আত্মনঃ—সন্তান।

অনুবাদ

তোমার বীর্য ধারণ করে সে নয়টি কন্যা প্রসব করবে, এবং তোমার সেই কন্যাদের মাধ্যমে ঋষিরা সন্তান উৎপাদন করবেন।

শ্লোক ৩০

ত্বং চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং ম উশত্তমঃ ।
ময়ি তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে ॥ ৩০ ॥

ত্বম্—তুমি; চ—এবং; সম্যক্—সুষ্ঠুভাবে; অনুষ্ঠায়—সম্পাদন করে; নিদেশম্—আদেশ; মে—আমার; উশত্তমঃ—সম্পূর্ণরূপে নির্মল; ময়ি—আমাকে; তীর্থী-কৃত—সমর্পণ করে; অশেষ—সমস্ত; ক্রিয়া—কর্মের; অর্থঃ—ফল; মাম্—আমাকে; প্রপৎস্যসে—তুমি লাভ করবে।

অনুবাদ

আমার আদেশ যথাযথভাবে পালন করার ফলে তুমি নির্মল হৃদয়-সম্পন্ন হয়ে, তোমার সমস্ত কর্মের ফল আমাকে সমর্পণ করে, তুমি অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

এখানে *তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থ* — কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। *তীর্থ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সেই পবিত্র স্থান, যেখানে দান করা হয়। মানুষ তীর্থস্থানগুলিতে গিয়ে মুক্ত হস্তে দান করতেন। এই প্রথাটি এখনও প্রচলিত রয়েছে। তাই ভগবান বলেছেন, "তোমার কর্ম এবং তোমার কর্মের ফল পবিত্র করার জন্য, তুমি সব কিছু আমাকে নিবেদন করবে।" সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন করা হয়েছে—"তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যে যজ্ঞ কর, সেই সবের ফল আমাকে দান কর।" *ভগবদ্গীতায়* অন্য আর এক জায়গায় ভগবান বলেছেন, "সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তপস্যা, এবং মানব-জাতি অথবা সমাজের কল্যাণের জন্য যা কিছু করা হয়, তা

সবেরই ভোক্তা হচ্ছি আমি।" তাই, পরিবার, সমাজ, দেশ অথবা সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণের জন্য যা কিছু করা হয়, তা সবই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। সেই উপদেশ ভগবান কর্দম মুনিকে দিয়েছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, "যেখানেই আপনি উপস্থিত, সেই স্থানটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়, কেননা পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই আপনার হৃদয়ে বিরাজমান।" তেমনই, আমরা যদি ভগবান এবং তাঁর ভক্তের পরিচালনায় কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করি, তা হলে সব কিছুই পবিত্র হয়ে যায়। সেই ইঙ্গিত কর্দম মুনিকে দেওয়া হয়েছিল, যিনি সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি সর্বোত্তম পত্নী এবং পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৩১

কৃত্বা দয়াং চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্ ।
ময্যাত্মানং সহ জগদ্ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্ ॥ ৩১ ॥

কৃত্বা—প্রদর্শন করে; **দয়াম্**—অনুকম্পা; **চ**—এবং; **জীবেষু**—জীবেদের প্রতি; **দত্ত্বা**—দান করে; **চ**—এবং; **অভয়ম্**—নিরাপত্তার আশ্বাস; **আত্ম-বান্**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **ময়ি**—আমাতে; **আত্মানম্**—তুমি নিজেকে; **সহ জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড সহ; **দ্রক্ষ্যসি**—দর্শন করবে; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তুমি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবে। সকলকে অভয় প্রদান করে, তুমি নিজেকে এবং সমগ্র জগৎকে আমার মধ্যে দর্শন করবে, এবং আমাকেও তোমার মধ্যে দেখতে পাবে।

তাৎপর্য

এখানে প্রতিটি জীবের পক্ষে আত্ম উপলব্ধির সরল পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম যে তত্ত্বটি জানতে হবে তা হচ্ছে, এই জগৎ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এই জগতের একটি সম্পর্ক রয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তভাবে এই সম্পর্কটি স্বীকার করে; তারা বলে যে, পরমতত্ত্ব

এই জগৎরূপে নিজেকে রূপান্তরিত করার ফলে, তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। তাই, তারা মনে করে যে, এই জগৎ এবং এখানকার সব কিছুই হচ্ছে ভগবান। সেইটি হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ, যাতে সব কিছুকেই ভগবান বলে মনে করা হয়। সেইটি নির্বিশেষবাদীদের মতবাদ। কিন্তু যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি বলে মনে করেন। আমরা যা কিছু দেখি, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ; তাই, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। সেইটি হচ্ছে একত্ব। নির্বিশেষবাদী এবং সবিশেষবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু সবিশেষবাদীরা ভগবানকে স্বীকার করেন; তাঁরা জানেন যে, যদিও তিনি নিজেকে এতরূপে বিস্তার করেছেন, তবুও তাঁর স্বতন্ত্র সবিশেষ অস্তিত্ব রয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে—"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।" এই সম্পর্কে সূর্য এবং সূর্য-কিরণের খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। সূর্য-কিরণের মাধ্যমে সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত, এবং সমস্ত গ্রহগুলি সূর্য-কিরণকে আশ্রয় করে রয়েছে; কিন্তু সমস্ত গ্রহগুলি সূর্যলোক থেকে ভিন্ন। কেউই বলতে পারে না যে, যেহেতু গ্রহগুলি সূর্য-কিরণের আশ্রয়ে রয়েছে, তাই গ্রহগুলিও সূর্য। তেমনই, নির্বিশেষবাদী বা সর্বেশ্বরবাদীদের যে-ধারণা—সব কিছুই ভগবান, তা খুব একটা বুদ্ধিমানের প্রস্তাব নয়। প্রকৃত অবস্থা যা ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন তা হচ্ছে—যদিও ভগবান ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবান। তিনি সব কিছু থেকে ভিন্ন। তাই এখানেও ভগবান বলেছেন, "তুমি এই জগতে প্রতিটি বস্তুকে আমার থেকে অভিন্ন দেখবে।" তার অর্থ হচ্ছে সব কিছুই ভগবানের শক্তির প্রকাশ বলে বুঝতে হবে, এবং তাই সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। শক্তিকে শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত করাই কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে শক্তির সার্থকতা।

এই শক্তিকে আত্ম-হিতার্থে যথাযথভাবে তিনিই উপযোগ করতে পারেন, যিনি দয়ালু। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই দয়াপরবশ। তিনি নিজে ভক্ত হয়ে তৃপ্ত হন না, তিনি সকলের কাছে সেই ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করেন। অনেক ভগবদ্ভক্ত আছেন যাঁরা জনসাধারণের কাছে সেই ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করতে গিয়ে বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। সেইটি করা কর্তব্য।

আরও বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ভগবানের মন্দিরে গিয়ে গভীর ভক্তি সহকারে ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না

অথবা অন্য ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না, তিনি হচ্ছেন কনিষ্ঠ ভক্ত মধ্যম অধিকারী ভক্ত হচ্ছেন তিনি, যিনি পতিত জীবেদের প্রতি দয়া এবং করুণ প্রদর্শন করেন। মধ্যম অধিকারী ভক্ত সর্বদাই নিজেকে ভগবানের নিত্য দাস বলে জানেন; তাই তিনি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ, সাধারণ মানুষদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে, তাদের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দেন, এবং অভক্তদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন না অথবা তাদের সঙ্গ করেন না। ভগবদ্ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও যিনি সাধারণ মানুষদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন না, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত। উত্তম ভক্ত সমস্ত জীবেদের আশ্বাস দেন যে, এই জড় জগতে ভয় করার কিছু নেই—"এসো আমরা কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করি এবং জড় অস্তিত্বের অজ্ঞানকে জয় করি।"

এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, কর্দম মুনি তাঁর গৃহস্থ জীবনে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে এবং সন্ন্যাস আশ্রমে সকলকে অভয় দান করতে ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে সকলকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করা। তাঁর কর্তব্য সর্বত্র ভ্রমণ করে, ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে জ্ঞানের আলো প্রদান করা। গৃহস্থেরা মায়ার বশীভূত হয়ে পারিবারিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে পড়ে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। এই বিস্মৃতিতে যদি কুকুর-বিড়ালের মতো তার মৃত্যু হয়, তা হলে তার জীবন ব্যর্থ হয়। তাই, সন্ন্যাসীদের কর্তব্য হচ্ছে, বিস্মৃত জীবেদের ভগবানের সঙ্গে তাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে, তাদেরকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করে জাগরিত করা। ভক্তের কর্তব্য পতিত জীবেদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে অভয় দান করা। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তাঁর প্রত্যয় হয় যে, ভগবান সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করছেন। ভয় স্বয়ং ভগবানকে ভয় করে; তাই ভগবদ্ভক্তের আর কিসের ভয়?

সাধারণ মানুষদের অভয় দান করাই হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ পরোপকার। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে দ্বারে দ্বারে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এবং দেশে দেশে, পৃথিবীর সর্বত্র সাধ্যমতো ভ্রমণ করে, গৃহস্থদের কৃষ্ণভক্তির জ্ঞান দান করা। সন্ন্যাসী কর্তৃক যে-গৃহস্থ দীক্ষিত, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করে, এবং কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক পাঠের আয়োজন করে, গৃহে থেকে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। পাঠ করা মানে হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা এবং *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে কৃষ্ণকথা আলোচনা করা। কৃষ্ণভাবনা প্রচার করার জন্য অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে, এবং প্রতিটি গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসী গুরুর কাছ থেকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা। ভগবানের সেবায়

শ্রম-বিভাগ রয়েছে। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন করা, কেননা সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে অর্থ উপার্জন না করে, সর্বতোভাবে গৃহস্থদের উপর নির্ভর করা। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বৃত্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা, এবং তাঁর আয়ের অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কৃষ্ণভক্তির প্রচার কার্যে ব্যয় করা; শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করা এবং বাকি পঁচিশ ভাগ কোন জরুরী অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রাখা। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে গেছেন, তাই ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে তা অনুসরণ করা।

প্রকৃত পক্ষে, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ভগবানের স্বার্থের সঙ্গে এক হওয়া। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অর্থ ভগবানের মতো মহান হওয়া নয়। তা কখনও সম্ভব নয়। অংশ কখনই পূর্ণের সমান হতে পারে না। জীব সর্বদাই ভগবানের অণুসদৃশ একটি অংশ। তাই ভগবানের সঙ্গে তার একত্বের অর্থ হচ্ছে, তার স্বার্থ ভগবানের স্বার্থের সঙ্গে এক। ভগবান চান যে, প্রতিটি জীব যেন সর্বদা তাঁর কথা চিন্তা করে, যেন তাঁর ভক্ত হয় এবং তাঁকে পূজা করে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্ত* । শ্রীকৃষ্ণ চান সকলেই যেন সর্বদা তাঁর চিন্তা করেন এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন। এই হচ্ছে পরমেশ্বরের ইচ্ছা, ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করা।

ভগবান যেহেতু অসীম, তাই তাঁর ইচ্ছাও অসীম। তার কোন সমাপ্তি নেই, এবং তাই ভক্তের সেবাও অসীম। চিৎ-জগতে ভগবান এবং তাঁর সেবকের মধ্যে এক অন্তহীন প্রতিযোগিতা হয়। ভগবান অন্তহীনভাবে তাঁর বাসনা চরিতার্থ করতে চান এবং ভক্তও তাঁর সেই অন্তহীন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর সেবা করেন। এইভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে এক অন্তহীন স্বার্থের ঐক্য রয়েছে।

শ্লোক ৩২

সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্বীর্যেণ মহামুনে ।
তব ক্ষেত্রে দেবহূত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্বসংহিতাম্ ॥ ৩২ ॥

সহ—সহ; **অহম্**—আমি; **স্ব-অংশ-কলয়া**—আমার অংশ-কলায়; **তৎ-বীর্যেণ**—তোমার বীর্যের দ্বারা; **মহা-মুনে**—হে মহর্ষি; **তব ক্ষেত্রে**—তোমার পত্নীতে; **দেবহূত্যাম্**—দেবহূতিতে; **প্রণেষ্যে**—আমি উপদেশ দেব; **তত্ত্ব**—পরমতত্ত্বের; **সংহিতাম্**—নির্দিষ্ট শিক্ষার বিষয়বস্তু।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! তোমার পত্নী দেবহূতির গর্ভে তোমার নয় কন্যা সহ আমি আমার অংশ-কলা প্রকাশ করব, এবং দেবহূতিকে সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করব।

তাৎপর্য

এখানে *স্বাংশকলয়া* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান সাংখ্য দর্শনের প্রথম প্রণেতা কপিলদেবরূপে দেবহূতি এবং কর্দম মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। এখানে সাংখ্য দর্শনকে বলা হয়েছে *তত্ত্বসংহিতা* । ভগবান কর্দম মুনিকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি কপিলদেবরূপে অবতরণ করে সাংখ্য দর্শন প্রচার করবেন। এই পৃথিবীতে আর একজন কপিলদেব কর্তৃক প্রচারিত এক সাংখ্য দর্শন প্রসিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সেই সাংখ্য দর্শন ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত সাংখ্য দর্শন থেকে ভিন্ন। দুই রকমের সাংখ্য দর্শন রয়েছে—একটি হচ্ছে নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শন এবং অন্যটি হচ্ছে সেশ্বর সাংখ্য দর্শন। দেবহূতি পুত্র কপিলদেব কর্তৃক প্রচারিত সাংখ্য দর্শন হচ্ছে সেশ্বর দর্শন।

ভগবানের বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ রয়েছে। তিনি এক, কিন্তু তিনি বহু হয়েছেন। তিনি নিজেকে দুইভাবে বিস্তার করেন, তার একটিকে বলা হয় *কলা* এবং অন্যটিকে বলা হয় *বিভিন্নাংশ* । সাধারণ জীবেরা তাঁর *বিভিন্নাংশ* ; এবং বামন, গোবিন্দ, নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, বাসুদেব ও অনন্ত আদি তাঁর অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বের প্রকাশদের বলা হয় *স্বাংশ-কলা* । *স্বাংশ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সরাসরিভাবে ভগবানের প্রকাশ, আর *কলা* মানে হচ্ছে ভগবানের অংশের অংশ। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এবং বলদেব থেকে পরবর্তী প্রকাশ হয়েছেন সঙ্কর্ষণ; তাই সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন *কলা*, কিন্তু বলদেব হচ্ছেন *স্বাংশ*। তবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৬)—*দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য* । একটি দীপ থেকে যেমন আর একটি দীপ জ্বালানো যায়, এবং সেই দ্বিতীয় দীপটি থেকে তৃতীয় ও তার পর চতুর্থ, এবং এইভাবে হাজার হাজার দীপ জ্বালানো যায়, কিন্তু কোন দীপই কিরণ বিতরণের ক্ষেত্রে অন্যটির থেকে নিকৃষ্ট নয়। প্রতিটি দীপেরই পূর্ণ কিরণ বিতরণের শক্তি রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ, এইভাবে দীপগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তেমনই ভগবানের স্বাংশ এবং কলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের নামসমূহও ঠিক এইভাবে বিবেচনা করা হয়েছে; যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম, তাই তাঁর নাম, রূপ, লীলা, পরিকর এবং তাঁর গুণ সবই সম শক্তিসম্পন্ন। চিৎ জগতে, শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্ময় ধ্বনিরূপে শ্রীকৃষ্ণের

প্রকাশ। তাঁর নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মধ্যে কোন শক্তিগত পার্থক্য নেই। আমরা যদি ভগবানের নাম 'হরেকৃষ্ণ' কীর্তন করি, তা ভগবানেরই মতো শক্তি সমন্বিত। আমাদের আরাধ্য ভগবানের রূপ এবং মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের মধ্যে শক্তিগত কোন পার্থক্য নেই। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের মূর্তি বা পুতুল পূজা করা হচ্ছে, যদিও অন্যেরা সেইটিকে একটি সাধারণ মূর্তি বলে মনে করতে পারে। যেহেতু শক্তিগতভাবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ এবং স্বয়ং ভগবানকে পূজা করার ফল একই। এইটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিজ্ঞান।

শ্লোক ৩৩

মৈত্রেয় উবাচ

এবং তমনুভাষ্যাথ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ ।
জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাৎ ॥ ৩৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **তম্**—তাকে; **অনুভাষ্য**—উপদেশ দিয়ে; **অথ**—তার পর; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রত্যক্**—সরাসরিভাবে; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **জঃ**—উপলব্ধ; **জগাম**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **বিন্দু-সরসঃ**—বিন্দু সরোবর থেকে; **সরস্বত্যা**—সরস্বতী নদীর তীরে; **পরিশ্রিতাৎ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বলতে লাগলেন—এইভাবে কর্দম মুনিকে উপদেশ দিয়ে, কেবল কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ব্যক্তির নয়ন-গোচর পরমেশ্বর ভগবান সরস্বতী নদী বেষ্টিত বিন্দু সরোবর থেকে অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রত্যগক্ষজ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান যদিও জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তবুও তাকে দেখা যায়। এই উক্তিটি পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় রয়েছে, কিন্তু ভগবানকে আমরা কিভাবে দেখতে পারি? তাঁকে বলা হয় *অধোক্ষজ*, অর্থাৎ তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। *অক্ষজ* শব্দটির

অর্থ হচ্ছে, 'জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান।' ভগবান যেহেতু আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের জল্পনা-কল্পনার উপলব্ধ বস্তু নন, তাই তাঁর আর একটি নাম হচ্ছে অজিত; তিনি সকলকে জয় করতে পারেন, কিন্তু কেউ তাঁকে জয় করতে পারে না। তা হলে কি অর্থ দাঁড়ায়, তা সত্ত্বেও কি তাঁকে দেখা যায়? তার বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম কেউ শুনতে পারে না, তাঁর অপ্রাকৃত রূপ কেউ দেখতে পারে না, এবং তাঁর চিন্ময় লীলা-বিলাস কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তা কখনই সম্ভব নয়। তা হলে কিভাবে তাঁকে দেখা যায় এবং বোঝা যায়? কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা লাভ করে তাঁর সেবা করেন, তখন ধীরে ধীরে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যখন এইভাবে পবিত্র হয়, তখন তাঁকে দেখা যায়, তাঁকে বোঝা যায় এবং তাঁর কথা শোনা যায়। জড় ইন্দ্রিয়ের পবিত্রীকরণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ এবং গুণের অনুভবকে একটি শব্দে সংযোজিত করে এখানে প্রত্যগক্ষজ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

নিরীক্ষতস্তস্য যযাবশেষ
সিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুতসিদ্ধমার্গঃ ।
আকর্ণয়ন্ পত্ররথেন্দ্রপক্ষৈ-
রুচ্চারিতং স্তোমমুদীর্ণসাম ॥ ৩৪ ॥

নিরীক্ষতঃ তস্য—তিনি যখন দেখছিলেন; **যযৌ**—তিনি অন্তর্হিত হলেন; **অশেষ**—সমস্ত; **সিদ্ধ-ঈশ্বর**—মুক্ত পুরুষদের দ্বারা; **অভিষ্টুত**—প্রশংসিত; **সিদ্ধ-মার্গঃ**—বৈকুণ্ঠলোকের পথ; **আকর্ণয়ন্**—শ্রবণ করে; **পত্র-রথ-ইন্দ্র**—(পক্ষীরাজ) গরুড়ের; **পক্ষৈঃ**—পক্ষদ্বয়ের দ্বারা; **উচ্চারিতম্**—স্পন্দিত; **স্তোমম্**—মন্ত্রসমূহ; **উদীর্ণ-সাম**—সাম বেদ রচনা করে।

অনুবাদ

কর্দম ঋষি দেখতে লাগলেন, মহান মুক্ত পুরুষেরাও যে-পথের বন্দনা করেন, সেই বৈকুণ্ঠ মার্গে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে শ্রবণ করলেন, ভগবানের বাহন গরুড় যখন তাঁকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পক্ষ সঞ্চালনের ফলে সামবেদের মন্ত্রসমূহ স্পন্দিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের বাহন অপ্রাকৃত পক্ষী গরুড়ের দুইটি পাখা হচ্ছে বৃহৎ এবং *রথান্তর* নামক সামবেদের দুটি বিভাগ। গরুড় ভগবানের বাহন, তাই তাঁকে সমস্ত বাহনদের মধ্যে অপ্রাকৃত রাজপুত্র বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর দুইটি পক্ষের দ্বারা গরুড় সামবেদ স্পন্দিত করেন, যা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মহর্ষিরা গেয়ে থাকেন। ব্রহ্মা, শিব, গরুড় এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা নির্বাচিত শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান পূজিত হন, এবং মহান ঋষিগণ উপনিষদ ও সামবেদ প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন। ভগবানের এক মহান ভক্ত গরুড় যখন তাঁর পক্ষ সঞ্চালন করেন, তখন ভগবানের ভক্তেরা আপনা থেকেই সামবেদের মন্ত্রের উচ্চারণ শ্রবণ করেন।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গরুড় যে-পথে ভগবানকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, মহর্ষি কর্দম সেই পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান চিৎ-জগতে তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠ থেকে গরুড় কর্তৃক বাহিত হয়ে এই জগতে অবতরণ করেন। এই বৈকুণ্ঠ-মার্গ কোন সাধারণ পরমার্থবাদীদের দ্বারা পূজিত হয় না। কেবল যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই ভগবানের ভক্ত হতে পারেন। যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়নি, তারা চিন্ময় ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *যততামপি সিদ্ধানাম্* । বহু ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আশায় সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন, এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের বলা হয় ব্রহ্মভূত বা সিদ্ধ। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত অথবা সিদ্ধগণই কেবল ভগবানের ভক্ত হতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন করা হয়েছে—যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত অথবা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত। এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বদ্ধ জীবেরা নয়, মুক্ত পুরুষেরাই কেবল ভগবদ্ভক্তির পন্থার আরাধনা করেন। বদ্ধ জীবেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কর্দম মুনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ, যিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তিনি যে মুক্ত ছিলেন সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই, এবং তার ফলে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, গরুড় কিভাবে বৈকুণ্ঠ-মার্গে ভগবানকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর পক্ষ সঞ্চালনের ফলে কিভাবে সামবেদের সারাতিসার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র স্পন্দিত হচ্ছিল, তাও তিনি শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

অথ সম্প্রস্থিতে শুক্রে কর্দমো ভগবানৃষিঃ ।
আস্তে স্ম বিন্দুসরসি তং কালং প্রতিপালয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

অথ—তার পর; **সম্প্রস্থিতে শুক্রে**—ভগবানের অন্তর্ধানের পর; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ঋষিঃ**—ঋষি; **আস্তে স্ম**—অবস্থান করেছিলেন; **বিন্দু-সরসি**—বিন্দু-সরোবরের তীরে; **তম্**—সেই; **কালম্**—সময়; **প্রতিপালয়ন্**—প্রতীক্ষা করে।

অনুবাদ

তার পর, ভগবানের অন্তর্ধানের পর, পূজনীয় কর্দম মুনি বিন্দু-সরোবরের তীরে, ভগবান যে-কথা বলেছিলেন তার প্রতীক্ষা করে অবস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

মনুঃ স্যন্দনমাস্থায় শাতকৌম্ভপরিচ্ছদম্ ।
আরোপ্য স্বাং দুহিতরং সভার্যঃ পর্যটন্মহীম্ ॥ ৩৬ ॥

মনুঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; **স্যন্দনম্**—রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **শাতকৌম্ভ**—স্বর্ণ-নির্মিত; **পরিচ্ছদম্**—বহিরাভরণ; **আরোপ্য**—মণ্ডিত; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **স-ভার্যঃ**—তাঁর পত্নী সহ; **পর্যটন্**—সর্বত্র পরিভ্রমণ করে; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর ভার্যা সহ স্বর্ণাভরণ মণ্ডিত রথে আরোহণ করেছিলেন। তার পর, তাঁর কন্যাকে তাঁর উপর সংস্থাপন করে, পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথিবীর মহান অধিপতি সম্রাট মনু তাঁর কন্যার উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করার জন্য কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু পিতৃবৎ বাৎসল্যহেতু তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর উপযুক্ত পতির অন্বেষণের জন্য নিজেই কেবল তাঁর পত্নী সহ এক স্বর্ণময় রথে চড়ে তাঁর রাজ্য থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

তস্মিন্ সুধন্বন্নহনি ভগবান্ যৎসমাদিশৎ ।
উপায়াদাশ্রমপদং মুনেঃ শান্তব্রতস্য তৎ ॥ ৩৭ ॥

তস্মিন্—তাতে; সু-ধন্বন্—হে মহা ধনুর্ধর বিদুর; অহনি—দিনে; ভগবান—ভগবান্; যৎ—যা; সমাদিশৎ—ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; উপায়াৎ—তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন; আশ্রম-পদম্—পবিত্র আশ্রমে; মুনেঃ—ঋষির; শান্ত—পূর্ণ; ব্রতস্য—ব্রতপরায়ণ; তৎ—তা।

অনুবাদ

হে বিদুর! ভগবান কর্তৃক পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনে ঋষির তপশ্চর্যা ব্রত সম্পূর্ণ হলে, তাঁরা তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৮-৩৯

যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্নশ্রুবিন্দবঃ ।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥
তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্ ।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৩৯ ॥

যস্মিন্—যাতে; ভগবতঃ—ভগবানের; নেত্রাৎ—নয়ন থেকে; ন্যপতন্—পতিত হয়েছিল; অশ্রু-বিন্দবঃ—অশ্রুবিন্দু; কৃপয়া—কৃপার দ্বারা; সম্পরীতস্য—অভিভূত হয়ে; প্রপন্নে—শরণাগত ব্যক্তির (কর্দম) প্রতি; অর্পিতয়া—অর্পিত হয়েছিল; ভৃশম্—অত্যন্ত; তৎ—তা; বৈ—বস্তুত; বিন্দু-সরঃ—অশ্রুবিন্দুর সরোবর; নাম—নামক; সরস্বত্যা—সরস্বতী নদীর দ্বারা; পরিপ্লুতম্—পরিব্যাপ্ত; পুণ্যম্—পবিত্র; শিব—মঙ্গলপ্রদ; অমৃত—অমৃততুল্য; জলম্—জল; মহর্ষি—মহান ঋষি; গণ—সমূহ; সেবিতম্—সেবিত।

অনুবাদ

সেই পবিত্র বিন্দুসরোবর সরস্বতী নদীর জলের দ্বারা পরিপ্লুত ছিল, এবং তা মহর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত ছিল। তার পবিত্র জল কেবল মঙ্গলপ্রদই ছিল না, তা ছিল অমৃতের মতো মধুর। সেই সরোবরের নাম ছিল বিন্দুসরোবর, কেননা

শরণাগত ঋষির প্রতি গভীর করুণায় অভিভূত হওয়ার ফলে, ভগবানের নেত্র থেকে সেখানে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করার জন্য তপস্যা করেছিলেন, এবং যখন ভগবান সেখানে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাঁর প্রতি এতই কৃপাপরবশ হয়েছিলেন যে, তাঁর নয়ন থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়েছিল, এবং তা বিন্দুসরোবরে পরিণত হয়েছিল। তাই, বিন্দুসরোবর মহর্ষি এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বারা পূজিত, কেননা পরমতত্ত্বের দর্শন অনুসারে, ভগবান এবং তাঁর চোখের জলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঠিক যেমন ভগবানের পদ-নখাগ্রের স্বেদ-বিন্দু পবিত্র গঙ্গায় পরিণত হয়েছে, তেমনই তাঁর চিন্ময় চক্ষু থেকে নির্গত অশ্রুবিন্দু বিন্দুসরোবরে পরিণত হয়েছে। উভয়ই চিন্ময় তত্ত্ব এবং মহর্ষিগণ ও পণ্ডিতগণ দ্বারা পূজিত। এখানে বিন্দু সরোবরের জলকে *শিবামৃতজল* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *শিব* মানে হচ্ছে 'নিরাময়কারী'। বিন্দু সরোবরের জল পান করলে, সব রকম জড় রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; তেমনই, গঙ্গার জলে স্নান করলে, সব রকম জড় রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই দাবি মহা পণ্ডিত ও মহাজনগণ স্বীকার করেছেন এবং এই অধঃপতিত কলি যুগে আজও তা সেইভাবে কাজ করছে।

শ্লোক ৪০

পুণ্যদ্রুমলতাজালৈঃ কূজৎপুণ্যমৃগদ্বিজৈঃ ।
সর্বর্তুফলপুষ্পাঢ্যং বনরাজিশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৪০ ॥

পুণ্য—পুণ্যবাণ; **দ্রুম**—বৃক্ষরাজির; **লতা**—লতার; **জালৈঃ**—জালে; **কূজৎ**—কাকলি; **পুণ্য**—পবিত্র; **মৃগ**—পশু; **দ্বিজৈঃ**—পক্ষীদের দ্বারা; **সর্ব**—সমস্ত; **ঋতু**—ঋতুসমূহ; **ফল**—ফলে; **পুষ্প**—ফুলে; **আঢ্যম্**—সমৃদ্ধ; **বন-রাজি**—বৃক্ষরাজির; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **অন্বিতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

সেই সরোবরের তট পবিত্র বৃক্ষরাজি ও লতার দ্বারা সুশোভিত ছিল, এবং সমস্ত ঋতুর ফল ও ফুলের দ্বারা সেইগুলি সমৃদ্ধ ছিল। তা বিবিধভাবে কূজনরত পবিত্র পশু-পাখিদের আশ্রয় দান করেছিল। তা বন্য বৃক্ষরাজির কুঞ্জের শোভার দ্বারা বিভূষিত ছিল।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিন্দুসরোবর পবিত্র বৃক্ষ এবং পশু-পাখির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মানব-সমাজে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ পুণ্যবান এবং ধার্মিক, আবার অন্য অনেকে পাপী এবং অধার্মিক, তেমনই বৃক্ষ এবং পশু-পাখিদের মধ্যেও পবিত্র এবং অপবিত্র রয়েছে। যে-সমস্ত বৃক্ষ সুন্দর ফল-ফুল ধারণ করে না, তাদের অপবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়, আর যে সমস্ত পাখি অত্যন্ত নোংরা যেমন কাক, তাদেরও অপবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়। বিন্দু সরোবরের চারপাশে একটি বৃক্ষ অথবা পাখিও অপবিত্র ছিল না। প্রতিটি বৃক্ষ ফল-ফুল ধারণ করতো, এবং প্রতিটি পাখি ভগবানের মহিমা কীর্তন করে গাইতো—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

শ্লোক ৪১

মত্তদ্বিজগণৈর্ঘুষ্টং মত্তভ্রমরবিভ্রমম্ ।
মত্তবর্হিনটাটোপমাহূয়ন্মত্তকোকিলম্ ॥ ৪১ ॥

মত্ত—আনন্দে বিহ্বল; দ্বিজ—পক্ষীর; গণৈঃ—সমূহ; ঘুষ্টম্—প্রতিধ্বনিত; মত্ত—মদমত্ত; ভ্রমর—ভ্রমরদের; বিভ্রমম্—বিচরণ; মত্ত—উন্মত্ত; বর্হি—ময়ূরদের; নট—নর্তক; আটোপম্—গর্ব; আহূয়ৎ—পরস্পরকে আহ্বান; মত্ত—আনন্দোচ্ছল; কোকিলম্—কোকিল।

অনুবাদ

সেই স্থান আনন্দে বিহ্বল পক্ষীদের কূজনে প্রতিধ্বনিত হত। মদমত্ত ভ্রমরেরা সেখানে আনন্দে বিচরণ করতো, উন্মত্ত ময়ূরেরা গর্বভরে নৃত্য করতো, এবং আনন্দোচ্ছল কোকিলেরা পরস্পরকে আহ্বান করতো।

তাৎপর্য

এখানে বিন্দু সরোবরের পার্শ্ববর্তী স্থানে যে-মধুর ধ্বনি শোনা যেতো তার বর্ণনা করা হয়েছে। মধুপানে মত্ত ভ্রমরেরা গুঞ্জন করতো। আনন্দোচ্ছল ময়ূরেরা নট-নটীর মতো নৃত্য করতো, এবং কোকিলেরা আনন্দে তাদের সঙ্গিনীদের আহ্বান করতো।

শ্লোক ৪২-৪৩

কদম্বচম্পকাশোককরঞ্জবকুলাসনৈঃ ।
কুন্দমন্দারকুটজৈশ্চূতপোতৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কুররৈর্জলকুক্কুটৈঃ ।
সারসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্বল্গু কূজিতম্ ॥ ৪৩ ॥

কদম্ব—কদম্ব ফুল; **চম্পক**—চাঁপা ফুল; **অশোক**—অশোক ফুল; **করঞ্জ**—করঞ্জ ফুল; **বকুল**—বকুল ফুল; **আসনৈঃ**—আসন বৃক্ষের দ্বারা; **কুন্দ**—কুন্দ; **মন্দার**—মন্দার; **কুটজৈঃ**—এবং কুটজ বৃক্ষের দ্বারা; **চূত-পোতৈঃ**—তরুণ আম্র বৃক্ষের দ্বারা; **অলঙ্কৃতম্**—সুশোভিত; **কারণ্ডবৈঃ**—কারণ্ডব হংসের দ্বারা; **প্লবৈঃ**—প্লবের দ্বারা; **হংসৈঃ**—হংসের দ্বারা; **কুররৈঃ**—কুররের দ্বারা; **জল-কুক্কুটৈঃ**—জলকুক্কুটের দ্বারা; **সারসৈঃ**—সারসদের দ্বারা; **চক্রবাকৈঃ**—চক্রবাক পক্ষীর দ্বারা; **চ**—এবং; **চকোরৈঃ**—চকোর পক্ষীর দ্বারা; **বল্গু**—মনোহর; **কূজিতম্**—পক্ষীর কূজন।

অনুবাদ

বিন্দু সরোবর কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, আসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ আদি পুষ্পে ভরা বৃক্ষ এবং তরুণ আম্র বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার বায়ু কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর প্রভৃতি পক্ষীদের মনোহর কূজনে নিনাদিত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত বৃক্ষ পরম পবিত্র এবং সেইগুলিতে চম্পক, কদম্ব ও বকুল আদি নানা রকম সুগন্ধিত পুষ্প ফুটত। জলকুক্কুট, সারস আদি পক্ষীর মধুর কূজনে সেখানে এক চিন্ময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ৪৪

তথৈব হরিণৈঃ ক্রোড়ৈঃ শ্বাবিদ্গবয়কুঞ্জরৈঃ ।
গোপুচ্ছৈর্হরিভির্মর্কৈর্নকুলৈর্নাভিভির্বৃতম্ ॥ ৪৪ ॥

তথা এব—তেমনই; **হরিণৈঃ**—হরিণদের দ্বারা; **ক্রোড়ৈঃ**—শূকরদের দ্বারা; **শ্বাবিৎ**—শজারু; **গবয়**—গাভী-সদৃশ এক প্রকার বন্য জন্তু; **কুঞ্জরৈঃ**—হস্তীদের দ্বারা;

গোপুচ্ছৈঃ—গোপুচ্ছ নামক বানরদের দ্বারা; **হরিভিঃ**—সিংহের দ্বারা; **মর্কৈঃ**—বানরদের দ্বারা; **নকুলৈঃ**—বেজিদের দ্বারা; **নাভিভিঃ**—কস্তুরী মৃগের দ্বারা; **বৃতম্**—পরিবৃত।

অনুবাদ

বিন্দু সরোবরের তট হরিণ, বরাহ, শজারু, গবয়, হস্তী, গোপুচ্ছ বানর, সিংহ, মর্কট, নকুল, কস্তুরী মৃগ প্রভৃতি পশুগণ পরিবৃত ছিল।

তাৎপর্য

কস্তুরী মৃগ সমস্ত বনে পাওয়া যায় না, তাদের কেবল বিন্দু সরোবরের মতো স্থানে পাওয়া যায়। তারা তাদের নাভি থেকে নির্গত কস্তুরীর গন্ধে উন্মত্ত হয়ে থাকে। গবয় নামক যে এক প্রকার গাভী এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের পুচ্ছের প্রান্তভাগে একগাছা চুল থাকে। সেই পুচ্ছ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের ব্যজনের জন্য ব্যবহার করা হয়। গবয়দের কখনও কখনও চমরী বলা হয়, এবং তাদের অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়। আজও ভারতবর্ষে যাযাবর জাতির লোক রয়েছে, যারা চমরী গাভীর লেজের চুল এবং কস্তুরীর ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সব সময় সেইগুলির অত্যধিক চাহিদা রয়েছে, এবং ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে এবং গ্রামে আজও এই ব্যবসা চলছে।

শ্লোক ৪৫-৪৭

প্রবিশ্য তত্তীর্থবরমাদিরাজঃ সহাত্মজঃ ।
দদর্শ মুনিমাসীনং তস্মিন্ হুতহুতাশনম্ ॥ ৪৫ ॥
বিদ্যোতমানং বপুষা তপস্যুগ্রযুজা চিরম্ ।
নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ ।
তদ্ব্যাহৃতামৃতকলাপীযূষশ্রবণেন চ ॥ ৪৬ ॥
প্রাংশুং পদ্মপলাশাক্ষং জটিলং চীরবাসসম্ ।
উপসংশ্রিত্য মলিনং যথার্হণমসংস্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রবিশ্য—প্রবেশ করে; **তৎ**—সেই; **তীর্থ-বরম্**—সর্ব শ্রেষ্ঠ পবিত্র স্থানে; **আদি-রাজঃ**—প্রথম রাজা (স্বায়ম্ভুব মনু); **সহ-আত্মজঃ**—তাঁর কন্যা সহ; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **মুনিম্**—ঋষিকে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **তস্মিন্**—সেই আশ্রমে;

হুত—আহুতি নিবেদন করে; **হুত-আশনম্**—পবিত্র অগ্নিতে; **বিদ্যোতমানম্**—উজ্জ্বলভাবে শোভমান; **বপুষা**—তাঁর দেহের দ্বারা; **তপসি**—তপস্যায়; **উগ্র**—কঠোর; **যুজা**—যোগযুক্ত; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল; **ন**—না; **অতিক্ষামম্**—অত্যন্ত ক্ষীণ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **স্নিগ্ধ**—স্নেহযুক্ত; **অপাঙ্গ**—কটাক্ষ; **অবলোকনাৎ**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **ব্যাহৃত**—বাণী থেকে; **অমৃত-কলা**—চন্দ্র-সদৃশ; **পীযূষ**—অমৃত; **শ্রবণেন**—শ্রবণ করে; **চ**—এবং; **প্রাংশুম্**—দীর্ঘ; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **পলাশ**—পাপড়ি; **অক্ষম্**—চক্ষু; **জটিলম্**—জটা; **চীর-বাসসম্**—জীর্ণ বসন; **উপসংশ্রিত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **মলিনম্**—মলিন; **যথা**—যেমন; **অর্হণম্**—মণি; **অসংস্কৃতম্**—অসংস্কৃত।

অনুবাদ

সেই পবিত্র স্থানে আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা সহ প্রবিষ্ট হয়ে এবং ঋষির নিকট গিয়ে দেখলেন যে, পবিত্র অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে সেই ঋষি তাঁর আশ্রমে উপবিষ্ট রয়েছেন। যদিও তিনি দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তবুও তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত জ্যোতির্ময় এবং তা ক্ষীণ হয়ে পড়েনি, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতি তাঁর স্নেহযুক্ত কটাক্ষপাত করেছিলেন, এবং তিনি ভগবানের চন্দ্র-সদৃশ সুমধুর কথামৃত পান করেছিলেন। সেই ঋষির শরীর ছিল দীর্ঘ, নয়ন কমলদলের মতো বিস্তৃত, তাঁর মস্তকে জটাভার এবং পরনে চীর বসন। তাঁর সমীপবর্তী হয়ে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে অশোধিত মণির মতো মলিন দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মচারী যোগীর কিছু বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। ব্রহ্মচারীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সকাল বেলায় পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আহুতি বা *হুতহুতাশন* নিবেদন করা। যারা ব্রহ্মচর্য পালনে রত, তারা কখনও সকাল সাতটা বা নটা পর্যন্ত ঘুমাতে পারে না। তাদের খুব ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠা অবশ্যই কর্তব্য, অন্ততপক্ষে সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্বে, এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে আহুতি নিবেদন করা অথবা এই যুগে, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা অনুসারে, *কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা* —এই কলি যুগে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা ব্যতীত আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই। ব্রহ্মচারীকে অবশ্যই খুব ভোর বেলা ঘুম থেকে

উঠতে হয়, এবং সুস্থির হয়ে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে হয়। ঋষির আকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন; সেইটি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালনের লক্ষণ। কেউ যদি ভিন্নভাবে জীবন যাপন করে, তা হলে তার মুখ এবং শরীরে কাম-ভাব দেখা দেবে। *বিদ্যোতমানম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর শরীরে ব্রহ্মচারীর লক্ষণ প্রকাশিত ছিল। যোগে কঠিন তপস্যা করার এটিই হচ্ছে সব চাইতে বড় প্রমাণপত্র। নেশাখোর, ধূমপানাসক্ত এবং লম্পটেরা কখনও যোগ অনুশীলনের যোগ্য নয়। সাধারণত যোগীদের দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ কেননা তারা আরামদায়ক জীবন যাপন করে না, কিন্তু কর্দম মুনি ক্ষীণকায় ছিলেন না, কেননা তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন। এখানে *স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল কেননা তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অমৃতময় বাণী শ্রবণ করেছিলেন। তেমনই, যিনি ভগবানের পবিত্র নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিব্য ধ্বনি শ্রবণ করেন, তাঁর স্বাস্থ্যও সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি যে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সঙ্গে যুক্ত বহু ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পারমার্থিক উন্নতি সাধনে যুক্ত ব্রহ্মচারীর স্বাস্থ্য সুন্দর এবং উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। একটি অসংস্কৃত মণির সঙ্গে যে ঋষির তুলনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সমীচীন হয়েছে। যদিও খনি থেকে বার করে আনা মণি অশোধিত বলে প্রতিভাত হয়, তবুও তার ঔজ্জ্বল্য রোধ করা যায় না। তেমনই, কর্দম মুনি যদিও যথাযথভাবে সজ্জিত ছিলেন না এবং তাঁর দেহ ভালমতো পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর অবয়ব ছিল একটি মণির মতো।

শ্লোক ৪৮

অথোটজমুপায়াতং নৃদেবং প্রণতং পুরঃ ।
সপর্যয়া পর্যগৃহ্ণাৎপ্রতিনন্দ্যানুরূপয়া ॥ ৪৮ ॥

অথ—তার পর; **উটজম্**—আশ্রম; **উপায়াতম্**—উপস্থিত হয়ে; **নৃদেবম্**—সম্রাট; **প্রণতম্**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **পুরঃ**—সম্মুখে; **সপর্যয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পর্যগৃহ্ণাৎ**—তাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন; **প্রতিনন্দ্য**—তাকে অভিনন্দন করে; **অনুরূপয়া**—রাজার যোগ্য।

অনুবাদ

রাজাকে তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হতে দেখে এবং তাঁর সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করতে দেখে, ঋষি তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আশীর্বাদপূর্বক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম মুনির পর্ণকুটীরেই কেবল যাননি, তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতিও নিবেদন করেছিলেন। তেমনই, সেই তপস্বীর কর্তব্য ছিল, যাঁরা অরণ্যে তাঁর আশ্রমে আসতেন, সেই রাজাদের আশীর্বাদ করা।

শ্লোক ৪৯

গৃহীতার্হণমাসীনং সংযতং প্রীণয়ন্মুনিঃ ।
স্মরন্ ভগবদাদেশমিত্যাহ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৪৯ ॥

গৃহীত—গ্রহণ করেছিলেন; **অর্হণম্**—সম্মান; **আসীনম্**—আসন গ্রহণ করেছিলেন; **সংযতম্**—মৌন ভাব অবলম্বন করেছিলেন; **প্রীণয়ন্**—প্রীতি উৎপাদন করে; **মুনিঃ**—ঋষি; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **ভগবৎ**—ভগবানের; **আদেশম্**—নির্দেশ; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **শ্লক্ষ্ণয়া**—মধুর; **গিরা**—বচনে।

অনুবাদ

ঋষির সম্মান গ্রহণ করে, রাজা মৌনীভাব অবলম্বনপূর্বক আসন গ্রহণ করেছিলেন। তখন কর্দম মুনি ভগবানের আদেশ স্মরণ করে, রাজার প্রীতি উৎপাদনপূর্বক সুমধুর বাক্যে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৫০

নূনং চঙ্ক্রমণং দেব সতাং সংরক্ষণায় তে ।
বধায় চাসতাং যস্ত্বং হরেঃ শক্তির্হি পালিনী ॥ ৫০ ॥

নূনম্—নিশ্চয়ই; **চঙ্ক্রমণম্**—পর্যটন; **দেব**—হে দেব; **সতাম্**—সাধুদের; **সংরক্ষণায়**—রক্ষা করার জন্য; **তে**—আপনার; **বধায়**—বধ করার জন্য; **চ**—এবং; **অসতাম্**—অসাধুদের; **যঃ**—যিনি; **ত্বম্**—আপনি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শক্তিঃ**—শক্তি; **হি**—যেহেতু; **পালিনী**—পালনকারী।

অনুবাদ

হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই সাধুদের সংরক্ষণ এবং অসাধুদের বিনাশের জন্য এইভাবে পর্যটন করছেন, কেননা আপনি ভগবান শ্রীহরির পালনকারী শক্তির মূর্ত প্রকাশ।

তাৎপর্য

বহু বৈদিক শাস্ত্র থেকে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *পুরাণ* আদি ঐতিহাসিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, পুরাকালে ধার্মিক রাজারা সৎ নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য এবং অসাধুদের দণ্ডদান করার জন্য অথবা সংহার করার জন্য তাঁদের রাজ্যে পর্যটন করতেন। কখনও কখনও তাঁরা শত্রু সংহার করার কলা অভ্যাস করার জন্য অরণ্যে পশু শিকার করতেন, কেননা এই প্রকার অভ্যাস ব্যতীত তাঁরা দুষ্টদের সংহার করতে সক্ষম হতেন না। ক্ষত্রিয়দের এইভাবে শিক্ষাপরায়ণ হবার অনুমোদন ছিল, কেননা সৎ উদ্দেশ্য সাধনে হিংসা অবলম্বন করাই ছিল তাঁদের ধর্মের একটি অঙ্গ। এখানে দুইটি শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*বধায়*, 'বধ করার উদ্দেশ্যে', এবং *অসতাম্*, 'যারা অবাঞ্ছিত'। রাজার পালনকারী শক্তিকে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি বলে মনে করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) ভগবান বলেছেন, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম* । সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। তাই সাধুদের রক্ষা করা এবং অসুরদের বা দুষ্টদের সংহার করার যে শক্তি তা ভগবানেরই শক্তি, এবং রাজা অথবা রাষ্ট্র-প্রধানদের সেই শক্তি-সমন্বিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই যুগে দুষ্টদের সংহার করতে দক্ষ রাষ্ট্র-প্রধান খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র-নেতারা খুব আরামে তাদের প্রাসাদে বাস করে এবং অকারণে অসহায় ব্যক্তিদের সংহার করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৫১

যোঽর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ূনাং যমধর্মপ্রচেতসাম্ ।
রূপাণি স্থান আধৎসে তস্মৈ শুক্লায় তে নমঃ ॥ ৫১ ॥

যঃ—আপনি; **অর্ক**—সূর্যের; **ইন্দু**—চন্দ্রের; **অগ্নি**—অগ্নিদেবের; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **বায়ূনাম্**—পবনদেবের; **যম**—যমের; **ধর্ম**—ধর্মের; **প্রচেতসাম্**—জলের দেবতা বরুণের; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **স্থানে**—প্রয়োজন অনুসারে; **আধৎসে**—আপনি ধারণ করেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **শুক্লায়**—শ্রীবিষ্ণুকে; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—নমস্কার।

অনুবাদ

আবশ্যকতা অনুসারে, আপনি সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, স্বর্গরাজ ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম, বরুণ প্রভৃতির রূপ ধারণ করেন। আপনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউ নন, তাই আপনাকে আমি সর্বতোভাবে নমস্কার করি।

তাৎপর্য

যেহেতু কর্দম মুনি ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাই কর্দম মুনির রাজাকে প্রণতি নিবেদন করার কথা ছিল না, কেননা সামাজিক বিচারে তাঁর স্থান ছিল রাজার থেকে উর্ধ্বে। কিন্তু তিনি স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কেননা রাজা এবং সম্রাটরূপে তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র নির্বিশেষে সকলেরই পূজনীয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে রাজা সকলেরই প্রণম্য।

শ্লোক ৫২-৫৪

ন যদা রথমাস্থায় জৈত্রং মণিগণার্পিতম্ ।
বিস্ফূর্জচ্চণ্ডকোদণ্ডো রথেন ত্রাসয়ন্নঘান্ ॥ ৫২ ॥
স্বসৈন্যচরণক্ষুণ্ণং বেপয়ন্মণ্ডলং ভুবঃ ।
বিকর্ষণ্ বৃহতীং সেনাং পর্যটস্যংশুমানিব ॥ ৫৩ ॥
তদৈব সেতবঃ সর্বে বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ ।
ভগবদ্রচিতা রাজন্ ভিদ্যেরন্ বত দস্যুভিঃ ॥ ৫৪ ॥

ন—না; **যদা**—যখন; **রথম্**—রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **জৈত্রম্**—বিজয়ী; **মণি**—মণিসমূহের; **গণ**—সমূহ; **অর্পিতম্**—সজ্জিত; **বিস্ফূর্জৎ**—টঙ্কার করে; **চণ্ড**—অপরাধীদের দণ্ডদান করার জন্য ভয়ঙ্কর শব্দ; **কোদণ্ডঃ**—ধনুক; **রথেন**—এই প্রকার রথের উপস্থিতির ফলে; **ত্রাসয়ন্**—সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভীতি উৎপাদন করা; **অঘান্**—সমস্ত অপরাধীদের; **স্ব-সৈন্য**—আপনার সৈন্যদের; **চরণ**—পায়ের দ্বারা; **ক্ষুণ্ণম্**—দলিত; **বেপয়ন্**—কম্পিত করে; **মণ্ডলম্**—গোলক; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **বিকর্ষণ্**—পরিচালনা করে; **বৃহতীম্**—বিশাল; **সেনাম্**—সৈন্য; **পর্যটসি**—পর্যটন করেন; **অংশুমান্**—উজ্জ্বল সূর্য; **ইব**—মতো; **তদা**—তখন; **এব**—নিশ্চয়ই;

সেতবঃ—ধর্মনীতি; **সর্বে**—সমস্ত; **বর্ণ**—বর্ণসমূহের; **আশ্রম**—আশ্রমসমূহের; **নিবন্ধনাঃ**—মর্যাদা; **ভগবৎ**—ভগবানের দ্বারা; **রচিতাঃ**—প্রবর্তিত; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভিদ্যেরন্**—ভঙ্গ হত; **বত**—হায়; **দস্যুভিঃ**—দুর্বৃত্তদের দ্বারা।

অনুবাদ

আপনি যদি রত্নরাজি বিভূষিত এই জয়শীল রথে আরোহণ করে, ধনুকের টঙ্কারের দ্বারা ভয়ঙ্কর শব্দ করে, ধর্ম-বিরোধী পাষণ্ডীদের ভয় উৎপাদন করে, আপনার বিশাল সেনাবাহিনীর পদ-প্রহারের দ্বারা ভূমণ্ডলকে কম্পিত করে সূর্যের মতো এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করতেন, তা হলে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপক সমস্ত ধর্মনীতিই দুর্বৃত্ত অসুরদের দ্বারা বিনষ্ট হত।

তাৎপর্য

দায়িত্বশীল রাজার কর্তব্য হচ্ছে মানব-সমাজের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা রক্ষা করা। পারমার্থিক ব্যবস্থা চারটি আশ্রমে বিভক্ত—ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এবং কর্ম ও গুণ অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি ভাগে বিভক্ত। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুণ এবং কর্ম অনুসারে এই সামাজিক বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, দায়িত্বশীল রাজাদের দ্বারা উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিভাগের প্রথাটি এখন বংশগত জাতি-প্রথায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যবস্থাটি সেই রকম ছিল না। মানব-সমাজ মানে হচ্ছে সেই সমাজ যা পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সব চাইতে উন্নত মানব-সমাজ আর্য নামে পরিচিত ছিল। আর্য মানে হচ্ছে যাঁরা প্রগতিশীল। অতএব প্রশ্ন ওঠে, "কোন্ সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে?" প্রগতি মানে অনর্থক জড়-জাগতিক আবশ্যকতা সৃষ্টি করে, তথাকথিত জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মানুষের শক্তির অপচয় করা নয়। প্রকৃত প্রগতি হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির উন্নতি সাধন, এবং যে সমাজ সেই উদ্দেশ্য সাধনে রত, তাকে বলা হয় আর্য-সভ্যতা। বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, ব্রাহ্মণেরা, যাঁদের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন কর্দম মুনি, তাঁরা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যে যুক্ত থাকতেন, এবং সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর মতো ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য শাসন করতেন এবং নজর রাখতেন যে, পারমার্থিক উপলব্ধির পথে প্রয়োজনগুলি যাতে যথাযথভাবে সকলে লাভ করে। রাজার কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করে দেখা যে, সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা। বিদেশীদের উপর বা যারা

বর্ণাশ্রম সভ্যতা অনুসরণ করে না, তাদের উপর নির্ভর করার জন্য, বর্ণ এবং আশ্রম-ভিত্তিক ভারতীয় সভ্যতার অবনতি হয়েছে। তাই আজ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অধঃপতিত হয়ে, জাতি প্রথায় পরিণত হয়েছে।

এখানে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা *ভগবদ্রচিত* বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান তা রচনা করেছেন।' *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে—*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্* । ভগবান বলেছেন যে, চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম "আমার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে"। ভগবান যা সৃষ্টি করেন তা কখনও সমাপ্ত করা যায় না অথবা আচ্ছাদন করা যায় না। মূল স্বরূপে হোক অথবা বিকৃতরূপেই হোক, বর্ণাশ্রম বিভাগ বর্তমান থাকবেই। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান তা সৃষ্টি করেছেন, তাই কখনও তার সমাপ্তি হবে না। তা ঠিক ভগবানের সৃষ্ট সূর্যের মতো, তাই তা থাকবে। সূর্য মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় হোক অথবা মেঘশূন্য অবস্থায় হোক, সব সময়ই আকাশে বিরাজমান। তেমনই, বর্ণাশ্রম ধর্ম বিকৃত হয়ে বংশগত জাতি-প্রথায় পরিণত হলেও, প্রতিটি সমাজে বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, সামরিক শ্রেণীর মানুষ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং শ্রমিক সম্প্রদায় থাকবে। তা যখন পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার জন্য বৈদিক নিয়মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু জাতি-প্রথা যখন ঘৃণা, অন্যায় আচরণ এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসে ভরে ওঠে, তখন সেই ব্যবস্থাটি বিকৃত হয়ে যায়, এবং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তার ফলে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে, সারা পৃথিবী এক শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, কেননা তা অসংখ্য অপ-স্বার্থকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অধঃপতনের ফলেই তা হয়েছে।

শ্লোক ৫৫

অধর্মশ্চ সমেধেত লোলুপৈর্ব্যঙ্কুশৈর্নৃভিঃ ।
শয়ানে ত্বয়ি লোকোঽয়ং দস্যুগ্রস্তো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

অধর্মঃ—অধর্ম; **চ**—এবং; **সমেধেত**—বিস্তার লাভ করবে; **লোলুপৈঃ**—অর্থ-লালসা; **ব্যঙ্কুশৈঃ**—অনিয়ন্ত্রিত; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **শয়ানে ত্বয়ি**—আপনি যখন বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন; **লোকঃ**—পৃথিবী; **অয়ম্**—এই; **দস্যু**—দুর্বৃত্তদের দ্বারা; **গ্রস্তঃ**—আক্রান্ত; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনষ্ট হয়ে যাবে।

অনুবাদ

আপনি যদি পৃথিবীর পরিস্থিতির চিন্তা ত্যাগ করেন, তা হলে অধর্মের বিস্তার হবে, কেননা তখন ধন-লোলুপ মানুষদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন সেই সমস্ত দুর্বৃত্তেরা আক্রমণ করবে, এবং এই বিশ্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

যেহেতু চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের বিজ্ঞান-সম্মত বিভাগ আজ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাই সারা বিশ্ব এখন দুর্বৃত্তদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, যাদের ধর্ম, রাজনীতি অথবা সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন শিক্ষা নেই। তার ফলে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বিভিন্ন বর্ণের এবং আশ্রমের জন্য যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, আধুনিক যুগে, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং ইলেকট্রিসিয়ানদের প্রয়োজন রয়েছে, এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা এবং বিদ্যালয়ে তাদের যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনই পুরাকালে উচ্চ বর্ণের মানুষদের, যথা বুদ্ধিমান শ্রেণী (ব্রাহ্মণ), শাসক শ্রেণী (ক্ষত্রিয়) এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী (বৈশ্য), তাঁদের বর্ণের অনুকূল শিক্ষা দান করা হত। *ভগবদ্গীতায়* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন এই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে না, তখন মানুষ দাবি করে যে, যেহেতু তার ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম হয়েছে, তাই সে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়, যদিও সে প্রকৃত পক্ষে শূদ্রের ধর্ম আচরণ করছে। এই প্রকার অসঙ্গত দাবির ফলে, বিজ্ঞান-সম্মত মূল বর্ণাশ্রম প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে জাতি প্রথায় পরিণত হয়েছে। তাই, আজ মানব-সমাজের এই দুরবস্থা, এবং সেখানে না আছে শান্তি, না আছে সমৃদ্ধি। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্তিশালী রাজার সতর্ক শাসন-ব্যবস্থা না থাকলে, অসৎ এবং অযোগ্য মানুষেরা সমাজে উচ্চ পদ দাবি করবে, এবং তার ফলে সমাজ-ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

শ্লোক ৫৬

অথাপি পৃচ্ছে ত্বাং বীর যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ।
তদ্বয়ং নির্ব্যলীকেন প্রতিপদ্যামহে হৃদা ॥ ৫৬ ॥

অথ অপি—এই সব কিছু সত্ত্বেও; **পৃচ্ছে**—আমি জিজ্ঞাসা করি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বীর**—হে পরাক্রমশালী রাজা; **যৎ-অর্থম্**—যেই উদ্দেশ্যে; **ত্বম্**—আপনি;

ইহ—এখানে; আগতঃ—এসেছেন; তৎ—তা; বয়ম্—আমরা; নির্ব্যলীকেন—নিষ্কপটে; প্রতিপদ্যামহে—আমরা সম্পাদন করবো; হৃদা—সর্বান্তঃকরণে।

অনুবাদ

তা সত্ত্বেও, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, হে পরাক্রমশালী রাজা। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন, তা বলুন; আমি সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে তা সম্পাদন করবো।

তাৎপর্য

কেউ যখন তার বন্ধুর গৃহে অতিথি হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। কর্দম মুনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বায়ম্ভুব মনুর মতো একজন মহান রাজা, যদিও তাঁর রাজ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ভ্রমণ করতে করতে তাঁর আশ্রমে এসেছেন, তবুও নিশ্চয়ই তাঁর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি রাজার বাসনা পূর্ণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। পূর্বে ঋষিরা রাজার কাছে যেতেন এবং রাজারাও তাঁদের আশ্রমে আসতেন, সেইটি ছিল প্রচলিত প্রথা; তাঁরা পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধন করে আনন্দিত হতেন। এই পারস্পরিক আদান-প্রদানকে বলা হত *ভক্তি-কার্য*। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এই পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা একটি শ্লোকে (*ক্ষত্রং দ্বিজত্বম্*) খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *ক্ষত্রং* মানে 'রাজন্যবর্গ,' এবং *দ্বিজত্বম্* মানে 'ব্রাহ্মণ'। এই দুইয়ের উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের হিত সাধন করা। রাজন্যবর্গ সমাজের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্রাহ্মণদের সুরক্ষা প্রদান করতেন, এবং কিভাবে রাজ্য তথা নাগরিকদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে ব্রাহ্মণেরা রাজন্যবর্গকে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করতেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'মনু-কর্দম সংবাদ' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।